ওঁ

চরিতবঙ্গ।

(১ম খণ্ড)

শ্রীচৈতন্যদেবচরিত

কাব্য।

(প্রথম লহরী)

"ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যোধন্যঃ পুনঃ পুনঃ।
অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ং।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তে রহোবয়মহোবয়ং।
অহোশাস্ত্রমহোশাস্ত্রমহোগুরুরহো গুরুঃ।
অহোজ্ঞানমহোজ্ঞানমহোসুখমহোসুখম্॥"

(মহামুনি ভারতীতীর্থ)

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৫৪/২/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে,
শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭।

উৎসর্গ।

— স্বহাসিনী স্মৃতি

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়

অগ্রজ মহাশয়ের

পবিত্র নামে

এই

শ্রীচৈতন্যদেবচরিত-কাব্য

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

উপসংহার।

—•••—

প্রথমে যখন আমি "মহাযোগ সাধন ও ব্রহ্মদর্শন সূত্র" প্রকাশ করি, তখন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন ও ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং "মীরার" পত্রিকায় উহার অনুকূলে সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। একমাত্র সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই আমি আনন্দবেদ লিখিতে আরম্ভ করি। আনন্দবেদের সর্ব্বপ্রথমে গীতা ও মহামুনি ভারতীতীর্থ প্রণীত পঞ্চদশীর বঙ্গানুবাদ করিয়াই আমার মনে হয় যে, বেদাদি শাস্ত্র সমুদয়ই ধর্ম্মোপদেশ। ইহার অন্তর্নিহিত সাধু-চরিত্র বাহির করিয়া লওয়া সহজ নহে। 'মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ' এই উপদেশ সত্যপরায়ণ মহাপুরুষের চরিত্রপ্রদর্শিত উদাহরণের সহিত তুলনাই হয় না। সহস্র লোকে উর্দ্ধবাহু হইয়া সংসারে যদি ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলে যে "জীবহিংসা মহাপাপ", তাহাতে যে ফল হয়, একমাত্র বুদ্ধদেব যূপকাষ্ঠে গলদেশ দিয়া তাহার সহস্রগুণ অধিক ফল সংঘটিত করিয়াছিলেন। যেমন জগতের মানচিত্র-দর্শন-জ্ঞান ও সমস্তজগৎ-দর্শন-জ্ঞানের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সেইরূপ কথার শিক্ষা ও চরিত্রের শিক্ষার মধ্যেও আকাশ পাতাল প্রভেদ। শাস্ত্রীয় আজ্ঞা বা তর্কবিতর্কশ্রবণ এক জিনিস, আর মহাপুরুষগণের চরিত্র-দর্শন আর এক জিনিস। বর্ত্তমানের জ্ঞানশূন্য বেদান্তবাগীশদিগকে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে,—

"শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তর্ক—পাণ্ডিত্যপ্রকাশ,
ধর্ম্মের কণিকাশূন্য, গণিকা-বিলাস।"

এই ভাবিয়াই আমার মনে হইল যে আমরা বেদে যাহা পাঠ করি, তাহার নাম যদি "বেদ" অর্থাৎ "জ্ঞান" হয়, তবে যে সমস্ত সাধুচরিত্র ভুবনব্যাপী দাবানলের ন্যায় সংসার-কাননে প্রবেশ করিয়া সময়ে সময়ে জগতের পাপ-বন সকল ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে, সেই অনন্ততেজঃপুঞ্জ জ্বলন্তবহ্নি-স্বরূপ মহাপুরুষদিগের দেদীপ্যমান ক্রিয়াকলাপ—সেই দেব-চরিত-মালা অমৃত গাথা রূপে সন্নিবেশিত হইলে তাহা "মহাবেদ" বা "জ্বলন্ত বেদ" অর্থাৎ মহাজ্ঞান বা জ্বলন্তজ্ঞান নামে অভিহিত না হইবে কেন? এই জন্যই

আনন্দবেদ প্রকাশের সময় উহা "মহাবেদান্তর্গত আনন্দবেদ" বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাবেদের ২য় খণ্ড এই "চরিতবেদে" শ্রীচৈতন্যদেবচরিত, বুদ্ধদেবচরিত, মহম্মদ-চরিত, খ্রীষ্ট-চরিত ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত এই ৫টী দেবচরিত্র সন্নিবেশিত আছে। কিন্তু দারিদ্র্য-ক্রোড়ে চিরপালিত বলিয়া আমি এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কনে নিরস্ত থাকি। ছাপানর ভাবনা ভাবিতে গেলে গরিব লেখকের বহুল ক্ষতি হইয়া থাকে। এই জন্যই আনন্দবেদের জীবনচরিতগুলি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াও মুদ্রাঙ্কনকালে কঠোর দারিদ্র্য-পীড়নে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। কি করিব? তাই পুনরায় চরিতবেদে সেই ত্রুটি পূরণ করিতে হইল।

আনন্দবেদ সাধারণের জন্য প্রকাশ হয় না। চরিতবেদও তাই। ইতিহাস লেখাই ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই চৈতন্যচরিতে চৈতন্যধর্ম্ম কি, তাহা নাই। বাস্তবিক থাকিতেও পারে না—ইহা কি সাধারণে বুঝিবেন? চৈতন্যের "পরমার্থ"কারী "অন্তরঙ্গ" সম্প্রদায়ে ও "নিত্যানন্দ হাটে" যে বিশুদ্ধ চৈতন্যধর্ম্ম সুপ্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা অন্যত্র প্রকাশ হইতে পারে না—লেখনীতে তাহার কণামাত্রও প্রকাশ হইবে না।

সে যাহাই হউক, লোকে বলে "হরিনাম যে ভাবে কর, সেই ভাল।" আমিও তাই বলি। দেবচরিত চিরদিনই বেদ তুল্য। এই জন্যই আমি এই পুস্তকের ভালমন্দ-বিচারপ্রার্থী নহি।

পূজনীয় আর্য্যদর্শন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরি এবং আমার পরম বন্ধু সংস্কৃতপ্রেস্ ডিপজিটরির ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মহোদয়গণ এই পুস্তক খানি প্রকাশের জন্য উৎসাহদান ও আনুকূল্য না করিলে ইহা মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সহায়তার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিলাম। চরিতবেদের এই খণ্ড যদি সাধু-সমাজে সমাদৃত হয়, তবে তাঁহাদেরই আনুকূল্যে অপরাপর খণ্ড ক্রমে প্রকাশিত হইতে পারে। নিবেদনমিতি।

আনন্দ গৃহ।
নলডাঙ্গা।
১২৯৭। বৈশাখ। } গ্রন্থকারস্য
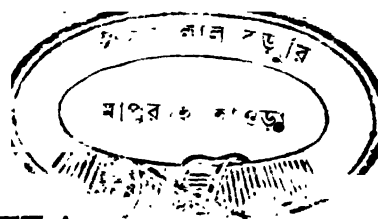
চরিতবেদ।

শ্রীচৈতন্যদেবচরিত।

প্রথম কাণ্ড।

চৌদ্দ শত সাত শকে শীত অন্ত হ'ল,
আনন্দে বসন্ত-বায়ু মন্দ মন্দ বয় ;
ধরিয়া অপূর্ব্ব শোভা ফাল্গুন আইল,
ধরিত্রী নূতন সাজে প্রফুল্ল হৃদয় !
ঘোর ঘোর সন্ধ্যা কাল, ডুবু ডুবু রবি,
পূর্ব্বভাগে রক্ত রাগে পূর্ণিমার ছবি !

ঢালিয়া কৌমুদী-রাশি ভাসায়ে ভুবন,
জগত-আনন্দ-শশী উঠিলেন ওই ;
রাকা-আঁকা প্রদোষেতে, আজ অনুক্ষণ
নাহি শুনি নবদ্বীপে হরিধ্বনি বই !
বসুধা বিধুবদন করিছে চুম্বন,
নিরখি বলিছে লোকে হয়েছে "গ্রহণ" !

টলমল গঙ্গাজল ! জাহ্নবীর জয় !
শঙ্খ-ঘণ্টা-ঘটারোল ভাগীরথী-তটে !
টলমল নবদ্বীপ, হরিধ্বনিময় !
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ পথে ঘাটে মাঠে
উচ্চারিছে হরিনাম, এহেন সময়
শচীগৃহে বারম্বার হুলুধ্বনি হয় !

বলিতেছে 'হরি হরি' নরনারীগণ,
জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভাগিরথী-তীরে,
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চগ্রহগণ,
জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে!
পূর্ণশশী-রূপরাশি গৌরচন্দ্রে পেয়ে,
আনন্দ ধরেনা মাতা পিতার হৃদয়ে।

যতনে রতনসম নদিয়া-নিবাসী
যতলোক রোগ শোক পাশরিয়া সবে,
গৌরাঙ্গে লইয়া তারা মত্ত দিবানিশি।
ষষ্ঠমাসে অন্নাশন হয় মহোৎসবে।
শশাঙ্ক-সুষমাসম শরীর-বর্দ্ধন;
কালে যজ্ঞ-সূত্র পুত্র করিল ধারণ।

শিক্ষা করি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে
নানা শাস্ত্র, সুপণ্ডিত চৈতন্য আপনি;
সুপণ্ডিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জিতেন্দ্রিয় মনে,
"সংসার ত্যজিব" ভাবে দিবস যামিনী!
বিষম বিরাগ হেরি, দিতে পরিণয়
জ্যেষ্ঠ পুত্রে, ভাবিছেন মিশ্র মহাশয়।

"পরিণয়"-শব্দ যেন মহামায়া-করে
শৃঙ্খলের ধ্বনি, শুনি চিত চমকিত।
জিতেন্দ্রিয় দেব-আত্মা যে জন সংসারে,
পরিণয়-বালক্রীড়া তাহে অসঙ্গত!
উদ্ঘাটন করি হেরি মোহ-আবরণ,
করিলেন বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ।

গৃহে থাকি সেবিবারে পিতৃ-মাতৃ-কুলে
আয়াস করেন নিত্য গৌরাঙ্গ সুন্দর ;
কিন্তু মন-গঙ্গাজলে বৈরাগ্য-হিল্লোলে
তরঙ্গ খেলান রঙ্গে অনঙ্গ ঈশ্বর !
স্বপ্নে যেন বিশ্বরূপ ডাকিছে সদাই,—
"আয়রে গৌরাঙ্গ চাঁদ সন্ন্যাসেতে যাই !"

আবার মায়ের মুখ, পিতার চরণ,
স্মরণ করিলে সব বিস্মরণ হয় !
অচিরে অনন্ত-শয্যা করি আলিঙ্গন
পুত্রে রাখি মুদে আঁখি মিশ্র মহাশয় !
নিরাশ্রয়া জননীরে ফেলিয়া এখন,
কোথায় যাইবি বল্ নদীয়া-জীবন ?

ভাতিছে বিরাগ-বিভা গৌরাঙ্গ-আননে !
নিরখি মায়ের প্রাণ কাঁদেরে সতত !
বার্ত্তা নিয়া বনমালী ঘটকের স্থানে,
পবিত্রা সাবিত্রী-সমা পাত্রী নির্দ্ধারিত।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবী সনে,
বদ্ধ হন শ্রীগৌরাঙ্গ উদ্বাহ-বন্ধনে।

গৌরাঙ্গ বিদেশে গেলে, না জানি কারণ,—
বুঝিবা বিরহে প্রাণ ত্যজিলা সুন্দরী !
আত্ম-বিস্মৃতিতে অশ্রু পূর্ণিল নয়ন,
গৃহে যবে গৌরহরি আইলেন ফিরি।
জননী প্রবোধি পুত্রে দিলা পুনরায়
গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়া সনে পরিণয়।

পণ্ডিত-পুঙ্গব এক দিগ্বিজয়ী নাম
আইলেন একদিন গৌরাঙ্গে দেখিতে ;
জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সহ শিষ্যগ্রাম,
নদিয়া-বিহারী হেরি জাহ্নবী-সৈকতে।
অভিমানে দিগ্বিজয়ী ঝঞ্ঝাবাত-সম,
পড়িতে জাহ্নবী-স্তোত্র উপজিল ভ্রম।

অজ্ঞাত অসংখ্য শ্লোক নিমেষে লইয়া,
গৌরহরি ভ্রম ধরি দেন দেখাইয়া ;
শ্রীচৈতন্যে মূর্ত্তিমান চৈতন্য জানিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণত ভূমে দিগ্বিজয়ী গিয়া !
বিনয়ে গৌরাঙ্গ ক'ন—"মোর জ্ঞান নাই,
যা' বলান ভগবান আমি বলি তাই।"

কিছুদিন রাত্রিদিন গৌরাঙ্গ নবীন
আর্য্যাবর্ত্ত-বর্ত্মে-বর্ত্মে করি আবর্ত্তন,
আলিঙ্গনে উদ্ধারিলা যত দীন-হীন !
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গয়াতে মিলন।
অদ্বৈত-নিতাই-সঙ্গে শ্রীবাস-অঙ্গনে,
কীর্ত্তন বৎসরাবধি হয় সংগোপনে !

কিছুদিন যায়, পরে স্বদেশে বিদেশে
আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা যত,
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরি কত কায় ক্লেশে,
ফিরাতে গৌরাঙ্গমন প্রবোধিলা কত।
নিমাই স্বজন-ভয়ে লুকান বিপিনে,
বিহঙ্গ-সঙ্গীত শুনি কহেন নির্জ্জনেঃ—

(সংসার-বিরক্তি)

"বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়া,
কেন গাও পাখী ?
ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া তোমার স্বর,
কি গান শুনা'লে পাখী, ফিরে গাও দেখি ?
মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল,—
আশ্চর্য্য কৌশলে !
বড় দুঃখী আমি পাখী, সংসার-মরুতে থাকি,
আশা-মৃগতৃষ্ণিকার কুহকেতে ভুলে !
কি এক প্রণয়-বায়ু, সময় বুঝিয়া,
বহিল প্রবল !—
আগুনের শিখা-প্রায়, পরশি আমার গায়,
হায় ! হায় ! দেখ দগ্ধ করেছে সকল !
মিটিলনা মহাতৃষ্ণা, বিন্দুবিন্দু প্রায়
সম্পদ-সলিলে ;
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিব রে পথে পথে
পীয়ে সুধা, স্নান করি নয়নের জলে !
বিধাতা সেধেছে বাদ, নাহি অন্য সাধ,
ছাদে দেখ্ পাখী,
জর জর কলেবর, হুতাশে দহে অন্তর,
এবে মাত্র প্রাণবায়ু বাহিরিতে বাঁকি !
ওই যে সম্মুখ দিয়া, উড়ে য'াস্ চলে,
পাখাদুটি তুলি,—
মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে,
চড়াৎ করিয়া চিত্ত উঠে যেন জ্বলি !

সুদূর অম্বর-পথে, বিদ্যুতের গতি,
পাগলের প্রায়,
ঢালি সুধা ডাকি ডাকি, বল্ দেখি বল্ পাখী,
আমাদের দিয়া ফাঁকি যাস্‌রে কোথায় ?
আজ এ কানন-মাঝে, সেই খোঁজে খোঁজে,
আসিয়াছি আমি,
মনে বড় সাধ করে, সেই সুখ ভুঞ্জিবারে,
ফাঁকি দিয়া যার তরে উড়ে এস তুমি !
আমার মাথার কিরে, দেখ্ পাখী ফিরে,
জনমের মত,
মুগ্ধ হয়ে তোর রবে, ছাড়িয়া এসেছি সবে,—
আমার বনিতা মাতা ভাই বন্ধু যত !
করিতেছে প্রাণাকুল, বকুল-মুকুলকুল,
ফলফুল মাঝে ;—
পাখিকুল চির আশা, বান্ধিতে সুখের বাসা,
তোর মত লোক যারা তাহাদেরি সাজে !
মলয় বহিলে পরে, শরীর শীতল করে,
দুঃখ দূরে যায়,
হয়ে তুমি প্রতিবাসী, ডাক যদি কাছে বসি,
ভবধামে স্বর্গসুখ অনুভব তায় !

একদিন যায় দিন, তটিনীর তটে,
গৌরাঙ্গ একাকী বসি করেন প্রার্থনা ;
বারি নিতে নারীকুল ওপারের ঘাটে,

আসিয়া দেখিয়া ভাব মুগ্ধ সর্ব্বজনা!
অপরূপ রূপবান, জপমালা করে,
নেহারি নাগরীকুল কহে পরস্পরেঃ—
"এই কি মীনকেতন, নন্দন-হরিচন্দন
নিন্দি ভ্রমে মেদিনীমণ্ডল?
কিম্বা দেব বিকর্ত্তন, ঐলবিল বৈশ্রবণ?
পুষ্পদন্ত কিম্বা আখণ্ডল?
হেরি তনু রত্ন-সানু, ভ্রূভঙ্গে কুসুম-ধনু,
চিত্রভানু শ্রীমুখ মণ্ডলে!
কিবা শোভা সিংহগ্রীবা, ভবজনমনলোভা,
চন্দ্রশোভা চরণ কমলে!
বিবুধ হতেছে জ্ঞান, করেছে অমৃত পান,
দিদি বুঝি এতদূর আসিয়াছে লয়ে,
অধরের ধারে ধারে, যত ধরে রাখি পরে,
রসনার স্তরে স্তরে রেখেছে লুকায়ে!
দেখ্ দিদি চেয়ে দেখ্, জন্ম জন্মান্তরে,
দেখিবিনা হেন রূপ অবনি-মাঝারে!"
যুড়িয়া যুগলকর ধীরে ধীরে ধীরে,
নিমাই মধুর স্বরে ডাকেন ঈশ্বরেঃ-

(কৃষ্ণ-প্রেমোদয়)

"দয়ার সাগর হরি, পড়িয়াছে মনে,
অধীর হয়েছে মন হেরিতে তোমার
মুখ-চন্দ্র-মধুরিমা, আর্য্য-যোগিগণে
যে মাধুর্য্যদানে দিলে আনন্দ অপার!

নীরব বায়ুরগতি, অথবা যেমন
নিশার স্বপন নাথ দেহ দরশন !

হে রাজেন্দ্র, রাজা তুমি, রাজরাজেশ্বর,
নিখিল জগৎকর্ত্তা বিশ্বের বিধাতা,
স্মরিলে সে কথা হিয়া কাঁপে থর থর !
মানবের মুখে আর নাহি সরে কথা !
কোথাকার কীট আমি ? কি সাধ্য আমার
কহিতে একটী কথা গোচরে তোমার ?

কিন্তু কেন থাকি থাকি কাঁদি উঠে প্রাণ ?—
নীরব নিশীথকালে স্বপনে যেমতি
কাঁদি উঠে বিরহিনী যুবতী-পরাণ,
"প্রাণেশ্বর" বলি, দীর্ঘ নিশ্বাসের গতি !
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে আছে সংগোপনে,
জানায়েছ যারে নাথ সেই মাত্র জানে !

প্রদানিয়া বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকল
আমায় দেখায়েছিলে প্রতিবিম্ব-ধরা !
"ঝুম্‌ঝুমি বাজায়ে শিশু ভুলান"-কৌশল
করেছিলে ছদ্মবেশী করি জ্ঞানহারা !
জ্ঞানের যৌবন দিলে হ'লাম যুবতী,
কাঁদে প্রাণ তুয়া লাগি, তুই প্রাণপতি !

সংসারে যৌবনকাল জীবনের সার ;
যৌবনে দম্পতী-প্রেম, কি আছে এমন ?
না হইলে ক্ষণস্থায়ী অবস্থা তাহার,
"আনন্দ-সমাধি" হ'ত অনন্ত কেমন ?

তুমি ত পুরুষ নিত্য, ভাল আছে জানা,—
আমিও প্রকৃতি নাথ, অনন্ত-যৌবনা!

আভাষ দিয়াছ হবে "স্বয়ং প্রকাশ",
এই যে সহজজ্ঞানে দেখিতেছি আমি,—
দেখিয়াছি যাহা মাত্র পৃথিবী-আকাশ,
এখন সে সব দেখি "মূর্ত্তিমান তুমি"!
অস্থি-মজ্জা-শিরা-স্রোতে শোণিতের বিন্দু,
তার মাঝে তুমি নাথ, কোটি শরদিন্দু!

একথা কল্পনা নহে; দেখিয়াছি আমি
তবগুণে,—নহে বাদী বিবেক বিজ্ঞান,—
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডসম "স্বপ্রকাশ" তুমি,
আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ!
দেখি আমি, ব্যাপ্ত তুমি সমস্ত জগৎ,
করতল-ন্যস্ত এই আমলকবৎ।

প্রাণের মাঝারে প্রাণ, অন্তরে অন্তর,
ভাবিলে দেখিতে পাই এক(ই) তুমি আমি!
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ধারা ঢালি নিরন্তর,
সুধাময়ী—স্বর্ণময়ী ধরা কর তুমি!

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ উপরে আবার আনন্দ-ধারা
ঢালিতে ঢালিতে—মজিতে মজিতে সৃষ্ট বসুন্ধরা!
অনন্ত যৌবন, তোমার আমার, রসের সাগর তুমি;
দিবস রজনী, কিছুই না জানি, সম্ভোগে প্রমত্ত আমি!
অনন্ত জগৎ, সৃজিয়া ফেলেছ, "বিশুদ্ধ মধুর রসে"!—
মহাসম্ভোগেতে, অজ্ঞান বিভোর! আবার চেতনা-বশে,

তোমার লাগিয়া, করিগো যতন, বাঁচাতে জীবন মম,
বাণিজ্য-বিজ্ঞান-সংসারে সংলিপ্ত হই যে ঘুচা'য়ে ভ্রম!
কিন্তু দেখি সখা, তব সনে দেখা, লেখা যার কপালেতে,
যত মিশামিশি, হয় দিবানিশি, আকাশের চাঁদ হাতে,—
আহার বিহার, বিজ্ঞান সংসার, জীবন যায় যে ভুলি,
আর নাই ক্ষুধা, "অবিশ্রান্ত সুধা" পান করে প্রাণ খুলি!
সংসারের লোকে, দোষ দেয় তাকে, বুঝেনা ত কিছু তারা,
সংসার-সীমান্তে, পরা-প্রকৃতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেমধারা!!
অধরে অধরে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক!
অযাচিত তব প্রেম-বিতরণ, পথিক কাঙ্গালে ডাক!
আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চিরদিন তব আমি!
আমিও তোমার, তুমিও আমার, "তুমি(ই) আমি, আমি(ই) তুমি"
চিরসম্মিলন—তরে প্রাণধন, পরাণ কাঁদিছে মোর;
এস চিদাকাশে, পূর্ণশশি-বেশে, জীবন-যামিনী নাহ'তে ভোর!!"

ইতি শ্রীচৈতন্যদেবচরিত-কাব্যে প্রথম কাণ্ড সমাপ্ত।

সংকীর্ত্তন-কাণ্ড।

শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তন।

রাগিনী সুরট মল্লার। একতালা।

আহারে, দেখরে গৌরহরি,
প্রেমের আবেশে নিতাই ধরি!
দরদরদরে নয়ন-বারি
বহিছে, নাচিছে ভাব-তরঙ্গে!
বর ইন্দীবর নিন্দি বরণ,
দ্বিরদনিন্দিত মন্দ গমন,
দয়ার সিন্ধু ইন্দুবদন,
নদিয়া-জীবন ভকত-সঙ্গে।
প্রেমের তরঙ্গ নয়নাপাঙ্গে,
শ্রীরূপ-লহরী খেলিছে অঙ্গে,
শ্রীমুখ-পঙ্কজ ভকত-ভৃঙ্গে
নিরখি নাচিছে রঙ্গে ;—
দেহ গেহ কেহ করে না স্মরণ,
পথে পথে পথে করে বিচরণ,
আবালবনিতা করিতে দর্শন,
ছুটিছে, নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে!
মুখ-অরবিন্দ আনন্দেতে মাখা
প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাকা
রসনা-কেশরে মকরন্দ মাখা,
হরিনামামৃতসঙ্গে :—

হরিহরিবোল—উঠিতেছে ধ্বনি,
ফাটিছে গগন, কাঁপিছে মেদিনী,
পাপী তাপী যত ছুটিছে অমনি !
কুমার কাহিনী গাইছে বঙ্গে।

আবার আইল ওই সন্ধ্যা-সিমন্তিনী,
সবিতৃ-সিন্দুর-বিন্দু সীমন্তে পরিয়া
সানন্দে ; আবাসে তুলি বিশ্ববিমোহিনী
পশুপক্ষী শ্রান্ত পান্থে, বিধিরে নমিয়া,
দীপ্ত করি দীপ-তারা অবনী-অম্বরে,
ঝাঁপ দিলা অতীতের অতল সাগরে !

ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল অঙ্গজা সন্ধ্যারে
বর্ত্তমান-ভর্ত্তা হ'তে সমাদরে নিয়া,
লক্ষ লক্ষ ঋতুপক্ষ-সমাধি-মন্দিরে,
অতীত-বিশ্রামপুরে দিলেন রাখিয়া !
জীবের জীবন যথা পায় নিরবধি,
মহাযোগে অতীতের নির্ব্বাণ-সমাধি !

শোভিতেছে দীপমালা শ্রীবাস-অঙ্গনে ;
বাজিল বিজয়-বাদ্য খোল করতাল !
নাচিল বৈষ্ণবদল গৌরাঙ্গের সনে,
প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ, অদ্বৈত দয়াল !
বহে যথা প্রভঞ্জন-প্রথমবাতাস,
গাইল ভকতবৃন্দ প্রথম উল্লাস !

প্রমত্ত মরুৎ-বেগে মহীরুহ যথা
আন্দোলিত স্থানচ্যুত, মহা ভাবে পড়ি
ছিন্ন ভিন্ন ভক্তবৃন্দ কে পড়িছে কোথা !
মুখে মাত্র "হরিবোল", যায় গড়াগড়ি !
আবার বিজয়ধ্বনি উঠিল গগনে ;
মাতিল মাতঙ্গ-যূথ ভব-পদ্মবনে !

দুর্ব্বোধ দুর্ম্মতি দুষ্ট দুরন্ত দুভাই
চাপাল গোপাল, বাচালের শিরোমণি !
ত্রিপণ্ড পাষণ্ড হেন ব্রহ্মাণ্ডেতে নাই !
রাশি রাশি হাড়মাস ফেলে তথা আনি !
দোঁহে ধরি আলিঙ্গন দিলেন দুভাই—
অক্রোধ পরমানন্দ গৌরাঙ্গ-নিতাই !

ক্রোধে দুই দুরাচার অত্যাচার-আশে
পশিয়া শ্রীবাসাঙ্গনে নিশীথ সময়,
ভবানী-পূজার ভাবে আঙ্গিনার পাশে,
মদ্যভাণ্ড মাংসপিণ্ড রাখে সমুদায় !—
সরমে নক্ষত্র-কুল লুকায় যখন,
প্রভাতে 'গৌরাঙ্গজয়' গায় ভক্তগণ !

হাসিছে শ্রীবাস হেরি, উঠিয়া উষায়,
ভবানী-পূজার ছলে অত্যাচার হেন ;
নিরখি দুর্ম্মতিদ্বয়ে মারিবারে ধায়
সকলে ;—শ্রীবাস বলে "প্রহারিবে কেন ?
শ্রীচৈতন্য-নামে যার চৈতন্য না হয়,
হেন অচেতনে রোষ উচিত ত নয় !"

কিছুদিন যায়, ক্রমে চাপাল গোপাল
বিধির বিধানে হয় ব্যাধি-প্রপীড়িত
বিবিধ ; ক্রমেতে ভোগ হইল প্রবল,
পরানিষ্টে দুই দুষ্ট কুষ্ঠরোগাক্রান্ত !
ওষ্ঠাগত প্রাণে এক বিটপীর মূলে,
পড়ি' আছে অপরাহ্নে জাহ্নবীর কূলে !

দয়া হ'ল শ্রীচৈতন্যে—অযাচিত দয়া
অমূল্য ভূষণ চির-গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে !
শ্রীবাস-শরণ লয় দুই ভাই গিয়া,
মুক্তি লভি নৃত্য করে হরিনাম লয়ে !
গঙ্গাবাসী যত আসি করে হরিধ্বনি,
সেই স্থানে সংকীর্ত্তনে প্রভাত রজনী !

জগাই মাধাই দুই দুর্ম্মতি ধরিয়া,
উদ্ধারিলা মহাপ্রভু আর এক দিন ;
বিনামূলে বিকাইয়া আলিঙ্গন দিয়া
পাপিকুলে, মুক্তি দিলা সন্ন্যাসী নবীন !
ভাঙ্গিল বঙ্গের নিদ্রা এতদিন পরে,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ধরি কোলাকুলি করে !

একদিন আম্রবীজ গৌরাঙ্গ রোপিলা,
তখনি সুপক্ক আম্র ফলিল তাহাতে !
আস্বাদিয়া ভক্তগণ হরিধ্বনি দিলা ;
প্রতিদিন আম্রোৎসব হয় হেন মতে !
উৎসবে দুর্য্যোগ যদি হইত গগনে,
নাশিতেন মহাপ্রভু মহাসংকীর্ত্তনে !

বসিয়া বিষ্ণু-মণ্ডপে আর একদিন,
"মধু আন, মধু আন" ডাকিছেন প্রভু
সকাতরে ; কি অভাব হ'ল সেই দিন,
মূঢ় সে বিশেষ ভাব বুঝেনাত কভু !
ভাবাবেশে নিত্যানন্দ গঙ্গাজল ধরে,
পান করি প্রেমভরে প্রভু নৃত্য করে !

"স্থবৃহৎ শতনাম" পড়িছে শ্রীবাস
একদা, শুনিয়া তার রাগানুগা-বশে
নৃসিংহাবতার-ব্যাখ্যা, করিতে বিনাশ
সংসার-দুরিত-রাশি, প্রভু ভাবাবেশে
ছুটিলেন গদাহস্তে শাসিতে অবনি ;
প্রেমাবেশে পুনঃ গদা ফেলিলা অমনি !

কৃষ্ণপ্রেম মহাপ্রভু জাহ্নবীর তটে
প্রচারিলা ; কৃষ্ণপ্রেমে নাচে গঙ্গাবাসী !
আসিছে সহস্র ভক্ত প্রভুর নিকটে,
শিখাইলা সবে, নাশি ঘোর তমোরাশি,—
"জ্ঞানকর্ম্মে যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ,
কৃষ্ণবশহেতু এক কৃষ্ণ-প্রেমরস !"

ডুবাইল শাস্ত্রাশাস্ত্র প্রেমের তুফান,
গৌর-প্রেম গৌড়-রাজ্য চুরমার করে ;
প্রেমের তরঙ্গ তুলি পর্ব্বত-প্রমাণ,
আজ এ নূতন শিক্ষা দিল ঘরে ঘরে :—
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-তর্ক—পাণ্ডিত্য-প্রকাশ,
ধর্ম্মের কণিকাশূন্য গণিকা-বিলাস।

যবন-অত্যাচার।

অবিশ্রান্ত চারি প্রান্তে মহাসংকীর্ত্তন
করিছেন ভক্ত-বৃন্দ দিবস-শর্ব্বরী
সমভাবে ; সমভাবে গায় প্রতিধ্বনি !
নাচে দিগঙ্গনাগণ ভক্তগণসনে
নাচাইয়া গৌড়জনে ; আবালবনিতা
অঙ্গনে অঙ্গনে নাচে মনোরঙ্গে মাতি !
অগুরু মলয়াগুরু মাঙ্গল্য শীতল
সৌরভে পাগল করে সুমন্দ মলয়
ক্ষণে ক্ষণে ; পুষ্পাসার বরষে চৌদিকে !
গলে দোলে ভক্তদলে তুলসীর মালা,
টলায় পাষণ্ডমন নিন্দি রত্নহারে !
মোহিত বৈষ্ণবদল !—অবিরল বহে
অপাঙ্গে আনন্দ-অশ্রু ! সলিল-সঙ্গমে,
আলিঙ্গন দেয় যথা তরঙ্গে তরঙ্গে,
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গে পড়ি, দেয় আলিঙ্গন
ভক্ত-অঙ্গে সঙ্গপঙ্ক সুমঙ্গলময়,
প্রেম-বেলা-সমাগমে ভক্তি-সুসঙ্গমে !
তিতিল বঙ্গের বক্ষ, লক্ষ অশ্রুপাতে,—
হেন অশ্রু ! বিন্দু যার নিন্দে গজমতি !
ধন্য দেব শ্রীচৈতন্য ! গাবে গুণ-গান
বসুমতী, ত্বিষাম্পতি যাবৎ বিমানে !

হায়রে, যামিনী-যোগে, যবনেরা যত
জাগিছে রজনী আজ ; রুষিছে কেবল

প্রবল যবন-দল! শ্রীহরি! শ্রীহরি!—
নাজানি বৈষ্ণবদলে কি করে ঘটন!
অনন্ত ঈশ্বরে যার একান্ত নির্ভর,
ভগবান দেন তারে অনন্ত আশ্রয়!

যতেক যবন যায় কাজীর সম্মুখে,
জানায় কীর্ত্তন-বার্ত্তা—"হেন উৎপীড়ন,
দিবা-বিভাবরী ধরি নগরে চীৎকার,
খোল-করতাল-রোল! মহাগণ্ডগোলে
অস্থির নগর-বাসী! হে বিচারপতি,
বারণে বারণ নাই। যেমতি বারণ
মদমত্ত, প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈত নিতাই!
দেহ আজ্ঞা, দেখি মোরা অবজ্ঞা কে করে
বীর মহম্মদ-আজ্ঞা? লঙ্ঘিয়া কোরাণে,
দেখিব নগরে পুনঃ করে হরিধ্বনি
কোন্ জন?—শির তার আনিব এখনি
রক্তধারে, পদাঘাতে মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।"

শাসিতে বৈষ্ণবদলে আদেশিলা কাজী,
সরোষে; হরষে মাতি যবন যতেক—
বায়ুযোগে বহ্নিশিখা—ঘোর অত্যাচারে
ভাঙ্গিল বৈষ্ণবপাড়া, গুড়া গুড়া করি
শ্রীমৃদঙ্গ, চূর্ণ চূর্ণ করি করতাল!
কুঠার করিয়া করে রুষিয়া যবন
কহিল—"আবার যদি শুনি হরিধ্বনি,

একুঠার মারি শিরে মারিব পরাণে
দুরাচার দুই দুষ্ট অদ্বৈত নিতাই !"

শান্তি-সংস্থাপন।

আবার বিরাম লভে অর্দ্ধ-আবর্ত্তনে
সপ্তাশ্ব ; হিরণ্যগর্ব্বে নমিলা নামিয়া
আরক্ত হিরণ্যরেতা অস্তগিরিশিরে !
হিমকরে সাজাইছে সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী,
সলাজ সাঁঝের ফুল ; আঁধারে আঁধারে,
অঙ্গনে অঙ্গনে ফুটে হৃষ্ট কৃষ্ণকেলি !

আ'মরি আঙ্গিনা হ'তে বাহিরিল ওই
প্রফুল্ল বৈষ্ণব-বালা ; অঞ্চলে অঞ্চলে,
চয়নি সঞ্চয় করে আরতি-কুসুম।
কেহ বা কুটির হ'তে দীপ করে করি,
আইল অঙ্গনে ধীরে ; দীপ দিয়া বালা,
নমিলা তুলসী-মূলে, দারিদ্র-অঞ্চলে
বেষ্টি কণ্ঠ। নমে শিশু তুলসী-তলায় !

শত শত দীপমালা সাজাইছে আজ
সন্ধ্যায়, পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
গৃহে গৃহে দীপাবলি জ্বলিছে চৌদিকে,
আলোকি প্রাঙ্গনে। ওই বৈষ্ণবের বালা
সাজাইতে সংকীর্ত্তনে গাঁথিতেছে মালা,
পল্লবে মুকুলে ফুলে। আমোদিছে দিক
সুগন্ধী চন্দন-গন্ধে মন্দ সমীরণ !

গুরু-গুরু-গুরু-গুরু মধুর মৃদঙ্গে
বাজিল বিজয়-বাদ্য! ধীরে ধীরে ধীরে,
করে করে ঝঙ্কারিল মৃদু করতাল!
আইল বৈষ্ণবকুল হরষে নাচিয়া,
মধুর ডম্বুর-নাদে ফণিকুল-সম।
নিমেষে বৈষ্ণবদলে পূরিল প্রাঙ্গন,
বাহিরিল দলে দলে "হরিবোল"-রোলে
ছাইয়া নদিয়া-বাট। গগন বিদারি,
ধ্বনিল "গৌরাঙ্গ জয়" মহাবীর যত,
শতকণ্ঠে। কলকণ্ঠে দিলা হুলাহুলি
বীরাঙ্গনাকুলে মিলি! চাহিলা চমকি
চৌদিকে যবনকুল!—চমকি শুনিলা,
গাইছে "গৌরাঙ্গ-জয়!" নৈশ প্রতিধ্বনি!

উত্তাল তরঙ্গে রঙ্গে জলধি-কল্লোল
যেমতি, গগন-তল উশৃঙ্খল করি,
উঠিতেছে সিংহরব; সপ্ত সম্প্রদায়ে
সমস্বরে সংকীর্ত্তন করিছে; আ'মরি,
মধুর মৃদঙ্গ বাজে চতুর্দ্দশ খানি
সপ্তভাগে।—আগে আগে নাচে অনুরাগী
হরিদাস; মধ্যভাগে অদ্বৈত আচার্য্য!
পশ্চাতে নাচেন প্রভু গৌরাঙ্গ আপনি,
করতালি দিয়া দিয়া নমি ইষ্টদেবে!
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ চিরানন্দময়,—
পর্ব্বতের চূড়া নাচে সপ্তসম্প্রদায়ে!

দলে দলে চলে যথা কদলীর বনে
নিঃশঙ্ক মাতঙ্গ-যূথ, ধীরে ধীরে নাচি,
আইল কাজীর দ্বারে ধর্ম্মবীর যত।
উঠিলে প্রবল বাত্যা ঘোর নিশাকালে
অনন্ত জলদসহ, প্রমাদ গণিয়া,
যেমতি গৃহের দ্বার ব্যস্তে রুদ্ধ করে
গৃহস্থ, দুয়ারে কাজী টানিল অর্গল!

কতই মালতি ফুল ফুটেছে অঙ্গনে!
কামিনী-রজনী-গন্ধ-গন্ধে রজনীতে
অন্ধ মন্দ গন্ধবহ পালটে, বিবাট
আনন্দে, আনন্দে যথা মকরন্দলোভে
দিনমানে বন্ধ ছিল অন্ধ অলিকুল!
হেন সে উদ্যানে আজ বাজিছে মুরজ
সংকীর্ত্তনে; নাচিতেছে, গাইছে উল্লাসে
শত শত ভক্তবৃন্দ, পড়িছে ধূলায়,
আবার উঠিছে তিতি নেত্র-বরষণে!
চয়নে কতই পুষ্প, দলি গুল্মলতা,
কতজন; কতজন রাশি রাশি তুলি,
ছিটাইছে ফুলকুল মহাসংকীর্ত্তনে!

ভাঙ্গিল কাজীর আজ সুখের উদ্যান!
গৃহেতে লুকায়ে কাজী রুদ্ধ করি দ্বার,
কর্ত্তব্যবিমূঢ়মন!—আহা রে! দেখরে,
আসিছেন মহাপ্রভু দন্তে তৃণ নিয়া,

কাজীর দুয়ারে আজ! দন্তে তৃণ ধরি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রভু অপূর্ব্ব দয়াল!
আনত মস্তকে হের করযোড় করি,
তিতে বক্ষ নেত্রনীরে! করেন বিনয়
কে যে এ বৈকুণ্ঠবাসী—কি জানিবে কবি?—
এ মর ধরায় আজ? কহেন বিনয়ে,—
"উঠ তুমি ভাগ্যবান, উঠ গৃহস্বামী,
কাঙ্গাল অতিথি দ্বারে! ভিখারী আমরা,
তবপাশে এক ভিক্ষা, রক্ষা কর যদি।"

যে দীনতা দীননাথ দেখান জগতে
যুগে যুগে, যোগে জাগে করিতে প্রকাশ
মনে বাঞ্ছা!—কিন্তু কবি নমিলা কাঁদিয়া,
সরমে লেখনি রাখি গৌরাঙ্গ-চরণে!

খুলি দ্বার চাহি কাজী দেখিলা দুয়ারে
অপরূপ! ফুটে জ্যোতিঃ প্রশস্ত ললাটে,
দাঁড়াইয়া দুই ভাই নিমাই নিতাই,
প্রেম-অশ্রু বহিছে দুধারে! চমকিলা,
যবন-বিচারপতি সিহরি অন্তরে!
নমিলা অমনি পদে।—কি যে আকর্ষণ
নিগূঢ় স্বর্গীয় প্রেমে আনন্দ-জগতে
দৈবযোগে, যোগী যিনি জানেন সন্ধান!
কি ছার কাজীর কথা? গৌড়েশ্বর যিনি,
ধরায় ধূলায় পড়ি নমিলা যে পায়,
বঙ্গের নবাব আর; কৃতার্থ হইল

শরণ লইয়া যার শীতল চরণে,
চণ্ডাল ভূপালাবধি ; প্রকৃত পাষাণ
জগাই মাধাই যদি নমিয়াছে পদে,
সে পদে নমিবে নিত্য সমস্ত জগৎ,
প্রেমের পাথারে পড়ি আনন্দ-জগতে !

সাপটি আপন বক্ষে কাজীরে ধরিয়া,
নাচেরে চৈতন্যচাঁদ ! দোঁহাকার কথা,
নীরবে কহিলা দোঁহে অশ্রুবিসর্জ্জনে !
কাজী-সঙ্গে মনোরঙ্গে প্রেম-আলিঙ্গন
দিলেন বৈষ্ণব যত। অতিথি-সৎকার
করিল নিশিতে কাজী ঘোর মহোৎসবে।

গৌরাঙ্গ-আদেশে দেশে শান্তি সংস্থাপিয়া,
আপনি যবনপতি গোবধ-নিষেধ
আদেশিলা তদবধি।—অবাধে অবোধে
প্রবোধিয়া প্রভু দিলা প্রেম-আলিঙ্গন !

চমকে প্রভাত-তারা ; গৃহস্থ জাগিছে
গৃহে গৃহে, থাকি থাকি পাপিয়া ডাকিছে
মধুস্বরে ; হেন কালে যবন-বৈষ্ণবে
ধ্বনিল "গৌরাঙ্গ জয়" !—ছুটিল শুনিয়া,
সুপ্রভাতে শুকতারা ত্রিদিবের পানে।

ইতি শ্রীচৈতন্যদেবচরিত-কাব্যে সংকীর্ত্তনকাণ্ড সমাপ্ত।

সন্ন্যাস-কাণ্ড।

-○○○○-

কেশবাচার্য্য।

কাঁপিছে কবির করে লেখনী এখন
লিখিতে! কুমারে তব অমর-জননি,
শ্বেতাঙ্গিনি দেহ বর। অন্তরে ধারণ
অসাধ্য আমার যাহা, কেমনে কহিব
চৈতন্য-সন্ন্যাস, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী?
চরণে প্রণমি প্রভো, তোমার কৃপায়
চৈতন্য, চেতনা পায় অচেতন যারা!
দেহ পদছায়া দেব! স্বর্গীয়-সঙ্গীত
মধু মাখা, শুনি মর্ত্ত্যে নরকুল যত
অমর হইবে পীয়ে সঞ্জীবনী সুধা!
কার না শুনিতে সাধ? নাচিছে উল্লাসে,
আবালবনিতাবৃদ্ধ আনন্দ-জগতে!

করিবেন মহাপ্রভু পাষণ্ড-উদ্ধার;
পাষণ্ড আসেনা পাশে, হইতে সন্ন্যাসী
তেঁই সে বাসনা মনে। কিছু দিন পর,
একদিন নবদ্বীপে উপনীত আসি
পবিত্র মূরতি সাধু কেশব-ভারতী,
ঊর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি!

প্রশান্ত তেজস্বী প্রভু, সাধুকুল-রবি
উপনীত নদিয়ায়। নিমন্ত্রণ করি,

গৃহে নিলা বিষ্ণুপ্রিয়া-অন্তরের ছবি
শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী।
প্রসন্ন করিয়া তাঁরে গৌরাঙ্গ-জননী
শতেক ব্যঞ্জনে অন্ন দিলেন আপনি।

শ্রান্ত হয়ে নিশিযোগে, আদেশি কুমারে
করিতে সাধুর সেবা, ঘুমাইলা দেবী।
জানেনা সে অভাগিনী সেবিলা কাহারে,—
কার কাছে রাখি গেলা নয়নের ছবি!
বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিয়াছে,—"ভারতী গোঁসাই!"
শচীমাই জানে তার—"নির্ব্বোধ নিমাই!"

নীরব নিশিতে ওই জাহ্নবী-সৈকতে
কেশব-ভারতী বসি; চরণের পাশে
করতলে গণ্ডরাখি, ভাবিতে ভাবিতে,
শচীর নয়নানন্দ নেত্রজলে ভাসে!
নীরব নিশীথ কাল! নীরব সকল!
নীরব আঁধারে ঢাকা জাহ্নবীর জল!

কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখন,
জিজ্ঞাসিলা গৌরচন্দ্র, "কহ প্রভো মোরে,
আমি অতি ক্ষুদ্র-মতি, সন্ন্যাস গ্রহণ—
মহাব্রত! দীন আমি, সাজে কি আমারে?
আমাতে কহ তা প্রভো কভু কি সম্ভবে,
ঝাঁপ দিব আমি সেই কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে?
কৃপা করি যদি প্রভো সঙ্গে করি লও,
প্রদানি সন্ন্যাস-দীক্ষা উপদেশ দানে,

মহাপাপী দীন আমি, আমারে বাঁচাও ;
ঘোষিবে সুযশঃ তব এ তিন ভুবনে !
থাকিব তোমার সঙ্গে, সেবিব চরণ,
কৃষ্ণ-সেবা করি আমি কাটাব জীবন !”

“বিষম সন্ন্যাস-ব্রত !” কহিলা ভারতী,
“কেমনে, নিমাই তুমি নিতান্ত পাগল,
আচরিবে ? এ সংসারে কত মহামতি,
কত ধর্ম্ম কত কর্ম্ম করিল সকল ;
তথাপি সন্ন্যাস-নামে নিত্য ভীত তারা ;
ভাবিলে সে কঠোরতা হয় জ্ঞানহারা !
অবোধ, প্রবোধ মান। সুবোধ হইয়া,
আত্মসুখে কেবা দেয় চিরজলাঞ্জলি ?
সংসার-অনন্ত-আশা বিসর্জ্জন দিয়া
হতাশ-মরুর পথে কেবা যায় চলি ?
যারা করে এ সংসারে সন্ন্যাস-গ্রহণ,
তা'দের হয়েছে তুল্য জীবন মরণ !

পিতা মাতা ভ্রাতা দারা বন্ধু বান্ধবের
চির আশা নষ্ট করি, করি সর্ব্বনাশ ;
নিঃসহায়, নিরাশ্রয় ! আত্মীয় জনের
অনন্ত গঞ্জনা ভুঞ্জি, ছাড়ি গৃহবাস ;
বারমাস পথে পথে, বাস বৃক্ষতলে,
‘আমার’ বলিতে কেহ নাই ভূমণ্ডলে !—
এহেন অবস্থা বাছা সাজে কি তোমায় ?
হাদে দেখ্ গৌরাঙ্গরে নিষেধিরে আমি ;

কি দায় ঠেকালি আজ পাইয়া আমায় ?
এখনো রজনী আছে নিদ্রা যাও তুমি।
আমি যাই,—বুঝে দেখ, মোর সঙ্গে গেলে,
ঝাঁপ দিবে বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্নবীর জলে !"

নীরবে রহিলা দোঁহে। নীরব যামিনী !
অনাহত শব্দে বহে কালের প্রবাহ !
রজনী-জননী-কোলে ঘুমায় অবনি,—
শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, জাগো গো মা কেহ ?
তোমাদের কি বলিব ?—ঘটে যা সংসারে,
নিয়তি নীরবে সব সংযোজনা করে !

নীরবে কালের গতি বহে ক্ষণকাল ;
কহিলা ভারতী পরে,—"গৃহে থাক তুমি
নিমাই, ধৈরয ধরি ; ঘোরমায়া জাল
কেমনে কাটিবে তুমি ? যাই তবে আমি।"
নীরবে বিদায় তাঁরে দিলেন নিমাই ;
আঁধারে চলিয়া যান ভারতী-গোঁসাই।

এখনও শুনে নাই উষার সম্বাদ
শর্ব্বরী ; শিশির পড়ে পাতায় পাতায় ;
আকাশে রয়েছে তারা ; ঘটায়ে প্রমাদ
কে যায় নদিয়া-বাটে ? ললাট আভায়
আলোকিছে বাট ! তাঁর পশ্চাতে সংপ্রতি
কে যায় নীরবগামী, মন্দ মন্দ গতি !
জাগরে নদিয়া-বাসী, পোহাইলে নিশি,
আর না পাইবি সেই নদীয়া-জীবন !

জাগ দেবি বিষ্ণু-প্রিয়ে, কাল নিদ্রা আসি
দেখায় সুখের স্বপ্ন! দেবি, এজীবন
কাটাও কঠোর ব্রতে ; উঠিয়া প্রভাতে
কিম্বা আজ দিবে ঝাঁপ জাহ্নবীর স্রোতে!

এখনো এস মা তুমি গৌরাঙ্গ-জননি,
আজ আবার বিশ্বরূপ ফাঁকি দিল তোরে!
প্রাণের নিমাই-ধন, নয়নের মণি,
চলি যায়, পদাঘাত করিয়া সংসারে!
জনমের মত মা গো দেখ একবার,
কি চোরে সর্ব্বস্বধন হরিল তোমার!

ভোর ভোর, ঘোর ঘোর, গাছ-পালা-ময়
পথ ঘাট, টুপ্-টাপ্ পড়িছে শিশির ;
আগে পাছে ছায়া ছায়া, দৃষ্টি নাহি হয়,
বহিল ঝির্ঝির করি প্রভাত-সমীর।
মুকুলিত আম জাম, মধুমক্ষিকায়
তুলিয়া মধুর তাণ ফুলমধু খায়।

বন-পথে চলিছেন কেশব ভারতী,
হতেছে পাতার শব্দ গাছের তলায়,—
চমকে বিহগ, স্মরি মানব প্রকৃতি!
পিক্ পিক্ পাখী ডাকে শাখায় শাখায়!
সম্মুখেতে সরোবর, জল থৈ, থৈ!
রাখাল পল্লীর প্রান্তে করে হৈ, হৈ!

মনোহর সরোবর সুপ্রভাতে হেরি,
প্রাতঃস্নান করিলেন ভারতী-গোঁসাই ;
ইষ্টমন্ত্র জপি, উঠি দেখেন সিহরি,
বৃক্ষতলে কাঁদে বসি মোদের নিমাই !
"একিরে চৈতন্য ?" বলি আচার্য্য তখন
দিলেন গৌরাঙ্গ-চাঁদে গাঢ় আলিঙ্গন !

নীরবে রহিলা দোঁহে ! বহুক্ষণ পরে
উঠিলা কেশবাচার্য্য 'হরি হরি' বলি,
নেহারি গৌরাঙ্গচাঁদ-নেত্রবারি ঝরে,
মুছান বদনচাঁদ দিয়া নামাবলি !
"এস বাছা" বলি প্রভু আগে আগে যান,
নিমাই নীরবে পিছে করেন প্রয়াণ !

বহুকালে বহুগ্রাম অতিক্রমি গিয়া,
বহুদেশ পর্য্যটন করিলা দুজন,
কেবল প্রসঙ্গ দোঁহে কৃষ্ণ-কথা নিয়া ;—
মুহুর্মুহুঃ গৌরাঙ্গের নেত্র-বরষণ !
সম্মুখে কাটোয়া-পুরি আচার্য্য-আবাস,
নিমাই পাইল যেন স্বকরে আকাশ !

নদিয়া-বিষাদ।

হেরিছেন বাল রবি, গঙ্গাজলে মুখছবি,—
কেবা আজ নদিয়ায় নমে সবিতায় ?
নিরখিব কোন প্রাণে, আর সে নদিয়া-পানে ?
নদিয়া-জীবন-ধনে করেছি বিদায় !

আজ তোরে শচীমাই, কি বোলে বুঝাই, তাই
ভাবিতেছি মনে মনে, প্রাণে হাহাকার !
আয় দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে, শচীমাই তোরে নিয়ে,
কাঁদুক ফুকারি বলি—“গৌরাঙ্গ আমার !”
আয় ছুটে আয় আয়, কোথায় অদ্বৈতরায়,
মাথায় পাষাণ ভাঙ্গে, ধর শচীমায় !
নিতাই রে কর্ মানা, নিমাই-গত-জীবনা
জাহ্নবী-জীবনে ওই ঝাঁপ দিতে যায় !
কাঁদে রে নদিয়া-বাসী, নয়নের নীরে ভাসি,
কা'ল যে কি কাল-নিশি এসেছিল !—বোলে ;
কাঁদে পাড়া-প্রতিবাসী,— ভারতী গোঁসাই আসি,
সোণার নিমাইচাঁদ নিয়ে গেছে চলে !
কেবা আর ঘরে ঘরে, বেড়াইবে নৃত্য করে,
চুরি করি নেছে চোরে নোদের নিমাই !
হরি বোলে দিয়ে সাড়া, মাতাইবে তিন পাড়া,
তেমন নিমাই ছাড়া আর কেহ নাই !
আচণ্ডালে জুটে পেটে, নদিয়া-জাহ্নবী-তটে,
সংকীর্ত্তন ঘাটে ঘাটে, কে করিবে আর ?
জপমালা নিয়া হাতে, নদিয়া-বাজার-পথে,
কে চলিবে ?—শূন্য আজ নদিয়া-বাজার !
সোণার নিমাই চাঁদ, পাতিয়ে প্রেমের ফাঁদ,
মাতা'লে নদিয়া-বাসী, বাঁকি কেহ নাই !
আবালবনিতা যেবা, করেছে তোমার সেবা ;
কেশব-ভারতী কেবা, কহ ত নিমাই ?
কেমন সন্ন্যাসী সেটা, নিশাকালে ফেরে বেটা,
সে বা কোথাকার কেটা, ক'টা লোকে জানে ?

তোমার যে ভালবাসা, আচণ্ডালে করে আশা,
এ প্রেম করিলে খাসা, সন্ন্যাসীর সনে!
সন্ন্যাসী সাজিবে তুমি, ত্যজিয়া জনম-ভূমি?
যাও, কিন্তু ফিরে চাও নদিয়া-জীবন,
আমরা নদিয়া-বাটে, জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে,
অদ্যাবধি নিরবধি করিব রোদন!
কাঁদে ওই শচীমাই, তোমার কি দয়া নাই?
কাঁদে ওই বিষ্ণুপ্রিয়া ধরাসনে পড়ি,
যতেক নদিয়া-বাসী, নয়নের নীরে ভাসি,
ভাগিরথী-তীরে আসি, যায় গড়াগড়ি!
পাইলে পূর্ণিমা-তিথি, উঠিতে কীর্ত্তনে মাতি,
উথলিত ভাগিরথী হরিসংকীর্ত্তনে,
আজ সে পূর্ণিমা-চাঁদে, নিরখি সবাই কাঁদে,
হেরিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে, ছুটে জনে জনে!
ওই তব নিরুপমা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়তমা,
রয়েছে ধরায় পড়ি অর্দ্ধ অচেতন!
স্ত্রীহত্যা-পাতক-ভয়, তোর কি নাহিক হয়?
ফিরে আয় গোরাচাঁদ, নদীয়া-জীবন!
ওই দেখ্ শচীমাই—, পাগলিনী, জ্ঞান নাই!
'নিমাই নিমাই' বলি, পথে পথে ফেরে;
দুঃখিনী জননী তোর, জীবন-যামিনী ভোর!
মাতৃহত্যা-ভয় তোর, নাহি কি অন্তরে?
ফিরে আয় গৌর-হরি, আঁধার নদীয়া-পুরি!
'হরি' বলি দেরে আসি আলিঙ্গন দান!
আয় ফিরে গৌরমণি, আসি কর হরিধ্বনি,
সঞ্জীবনী-নামে বাঁচা মৃতকল্প প্রাণ!

আর কি আসিবে ফিরে, আবার নদীয়া-পুরে,
শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী !
বিষাদে মলিন মুখে, আবালবনিতা দুঃখে,
'গৌরাঙ্গ' বলিয়া কাঁদে দিবাবিভাবরী !
কবি কহে সকাতরে, গৌরাঙ্গ আসিবে ফিরে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিষ্ণুপ্রিয়া, তিষ্ঠ শচীমাই !
পাপ-তাপ-হারী হরি, ভাব তাঁরে বক্ষে ধরি,
হরিনামে বান্ধা সেই নোদের নিমাই !

দীক্ষা।

উপনীত কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ সুন্দর ;
আদরে রাখিলা তাঁরে কেশব-ভারতী
আশ্রমে। বিশ্রাম-শেষে গৌরাঙ্গের ভিক্ষা
একান্ত সন্ন্যাস-দীক্ষা ; কিন্তু সুপ্রবোধে,
প্রবোধিলা বারম্বার ভারতী-গোঁসাই !—
"নবীন বয়স তোর, পুরুষ-সুন্দর
গৌরাঙ্গ ! জননী তোর কাঁদে গৃহে বসি
দিবানিশি, অভাগিনী ! আর না শুকা'বে
অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়া-অশ্রুজলষিক্ত
চঞ্চল অঞ্চল তার ! এ বয়সে তোর
বালক, সাজে কি কভু সংযম-সন্ন্যাস—
মহাত্যাগ ? গৃহে ফিরে যাও গৌরমণি,
কাঁদেরে নদিয়া-বাসী হাহাকার রবে।"
অমনি লুটা'য়ে পড়ি ভারতী-চরণে
সোণার পর্ব্বত-চূড়া, যান গড়াগড়ি

চৈতন্য, চৈতন্যহীন ! বিনয়ে কহিলা,—
“কাঁদিছে পরাণ দেব জীবের লাগিয়ে,
কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, দীক্ষা-শিক্ষা-দানে !”

“উঠ রে রতন-মণি” বলিয়া অমনি
তুলিলা আচার্য্য তায়। কহিলা আবার,
“উঠ বৎস; আজ নিশি সুপ্রভাত তোর !
স্নান কর পূত জলে, দিব্য পরিধান
পরিধান কর আজ ; সচন্দন মাল্য
ধর বৎস, পর আজ বর কলেবরে।
সন্ন্যাসে সন্ন্যাসী যাক, সংসারে সংসারী !

শেখর-আচার্য্য-সঙ্গে নিত্যানন্দ রায়,
দত্তজ মুকুন্দ আদি উপনীত আসি
কাটোয়ায় , সন্ন্যাসের হ’ল আয়োজন !
আইল নরসুন্দর করিতে সুন্দর
বরাঙ্গ,—গৌরাঙ্গ-চাঁদ মুড়াইবে কেশ,
ত্যজি বেশ, বহির্ব্বাস করিবে গ্রহণ !
কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা-শিক্ষা দিলেন আচার্য্য
যোগবলে ; সুকৌশলে দিলা উপদেশ
বিবিধ বিবুধ-জ্ঞান, লুকা’ল অজ্ঞান,
তিমির মিহিরোদয়ে লুকায় যেমতি !

সংসার-ত্যাগ

সুন্দর সন্ন্যাস-সজ্জা ! লজ্জা পায় হেরি
রাজসাজ ! সাজিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর !

দিব্য বস্ত্র ত্যজি দেব করিলা ধারণ
গৈরিকের বহির্ব্বাস ! কটিতে আঁটিয়া
কৌপীন ! চাঁচর কেশ করিয়া মুণ্ডন,
পরিলা তিলক ভালে ; তুলসীর মালা
উরসে (হরষে যথা পরেন ভূপতি
রত্নহার) পরিলেন উল্লাসে মাতিয়া !
হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, গায়ে নামাবলি,
স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি লইলেন তুলি !

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ভূতলে লুটা'য়ে
গুরুপদে, একপদে উঠি দাঁড়াইয়া
ফিরিলা পথের পানে ; সেই পদে চলি
বাহিরিলা রাজ-পথে, আর না ফিরিলা
পশ্চাতে ! পশ্চাতে তাঁর নিত্যানন্দ আর
সঙ্গপঙ্গ বাহিরিল হরিধ্বনি দিয়া,
করতালি-তালেতালে নাচিয়া নাচিয়া !

যাও তবে যাও দেব যথা ইচ্ছা আজ,
নয়ন যেদিকে চায় ! পথের ভিখারী—
বসিবে তরুর তলে, বড় ক্ষুধা হ'লে
ভিক্ষা মাগি উদরান্ন করিবে গ্রহণ
দিনান্তে, প্রাণান্তে আর না লবে শরণ
মানবের ! রাখি দেও সুখ-দুঃখ তব
আজ হ'তে কৃষ্ণপদে জনমের মত !
বিষ্ণুপ্রিয়া ! শচীমাই ! কাঁদ কেন আর ?
জগৎ কাঁদা'বে আজ নিমাই তোমার !

নীলাচল।

চলিলেন নীলাচলে বনপথে আজ
ভিখারী গৌরাঙ্গ-হরি ; জাহ্নবী-সৈকতে
সারানিশি সংকীর্ত্তন রামচন্দ্র-গেহে
করিলেন মহাপ্রভু ; ঘোর উষাকালে,
করিলেন জলযাত্রা নৌকা-আরোহণে।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি, বাড়িল কল্লোল,—
উথলিল জলকুল হিল্লোলে হিল্লোলে !
আনন্দে হাসিলা উষা ত্রিদিববাসিনী !

উৎকলে উতারি প্রভু ভিখারীর ভাবে,
ভ্রমিলেন গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি, প্রেমাবেশে পশি,
কাঁদা'য়ে উৎকলবাসী নরনারী যত !

ক্রমে ক্রমে পর্য্যটিলা যাজপুর গ্রাম,
শ্রীপুর, ভুবনেশ্বর ; বহুদেশ পরে,
হেরিলেন পথিমধ্যে গৌর নরোত্তম,
উড়িছে পুরুষোত্তমে, জলদের কোলে,
ঠাকুর-মন্দির-ধ্বজা !—জলমগ্ন জন,
উদ্ধার-তরী-নিশান উড়া'লে কাণ্ডারী,
নেহালে যেমতি, প্রভু নিরখেন আজ,
উড়ান উদ্ধার-ধ্বজা ভবের কাণ্ডারী,
আপনি শ্রীজগন্নাথ, জগন্নাথ-ধামে।
অমনি ধূলায় পড়ি যান গড়াগড়ি
হৃষ্টমনে, পুনঃ পুনঃ নমি ইষ্টদেবে।

আবেশে না চলে অঙ্গ, নেত্রে নীর-ধারা
চলিছেন, উঠি পড়ি নমিয়া নমিয়া,
দ্বিপ্রহর গত করি ছুদণ্ডের পথে।
অদূরে নেহারি পুরী, পাগলের প্রায়
ছুটিলেন,—সঙ্গপঙ্গ কোথায় রহিল!
"হায়, হায়!" শব্দ মুখে, বহে প্রেমধারা
অবিরল! জগন্নাথে করিবারে কোলে,
প্রবেশিয়া শ্রীমন্দিরে, ধরায় অমনি
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি যান গড়াগড়ি!

ভূপতি প্রতাপরুদ্র-সভাতে পণ্ডিত
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ-পুরে
নিযুক্ত তত্ত্বাবধানে, বিস্ময়ে নেহারি
মহাভাব-আবির্ভাব পুরুষপুঙ্গবে,
যতনে রতন-সম গৃহে নিয়া তায়
স্বহস্তে সেবিলা আজ; সিনানি সাগরে,
সাদরে প্রভুরে অন্ন দিলেন আপনি,
সেবা দিয়া সঙ্গপঙ্গে ঘোর মহোৎসবে।
ঘণ্ট দিয়া অন্ন মাখি মুখে মাত্র নিয়া,
নাচেরে নদিয়া-চাঁদ করতালি দিয়া!

কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত করি, মত্তকরীসম,
সার্ব্বভৌমে, বৈশাখের ঘন-বিন্দু-পাতে
কর্ষিত হৃদয়-গন্ধে মত্ত বসুন্ধরা
যে সময়, দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-যাত্রা করি
একাকী চলেন প্রভু, আনন্দ-উৎসবে
বিগত কুসুমাকর করি জগন্নাথে।

ভক্তসঙ্গে মনোরঙ্গে করিয়া কীর্ত্তন
নগর আলালনাথে, গোদাবরী-তীরে
ভেটিল প্রভুরে আসি রামানন্দরায়।
রামানন্দ-পাশে আজ চিরানন্দময়
চৈতন্য ; সানন্দে প্রভু করেন শ্রবণ
কৃষ্ণ-কথা বৃক্ষমূলে গোদাবরী-তটে।

প্রভুরে শুনান আজ রামানন্দ রায়
কৃষ্ণ-সেবা-সারতত্ত্ব, যাহে ভক্ত-যূথ
মাতিল সংসার-প্রেম—কমলকাননে।
অসার সংসারে যেই শুনিল শ্রবণে
কৃষ্ণনাম, লভে সেই চিরানন্দ-ধাম
বৈকুণ্ঠে, বৈকুণ্ঠনাথে লভি সশরীরে !
তেঁই সে মৃগেন্দ্রসম বীরচূড়ামণি
গৌরাঙ্গ, তৃণের ন্যায় পদ-বিদলিত,
শুনিছেন প্রেমতত্ত্ব নত-শিরে বসি
বিরলে, বিকার-শূন্য দীনের অধীন !—

বিনয়ে কহেন রায়,—"দাস্যপ্রেম প্রভো,
বুঝিবা সাধনশ্রেষ্ঠ ?" কহ তার পরে,
কহেন গৌরাঙ্গ। পুনঃ কহিলেন রায়,
"সখ্য-প্রেম প্রেমময়, সাধনের সার !"
কহ কহ অতঃপরে, ব্যাকুল অন্তরে
সুধাইলা প্রভু যদি, কহে রামানন্দ,—
"প্রেমের মাধূর্য্যরসে কান্তভাব সার।"
পুনঃ সুধাইলে পুনঃ উত্তরিলা রায়

বিনয়ে "প্রেমের কথা ইয়ত্তা কে করে ?—
মহাভাব পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণের স্বরূপ
সৎ চিৎ সদানন্দ। হ্লাদিনী-সন্ধিনী—
সংবিৎ-শকতিত্রয়ে সাধিকা রাধিকা,
বিভক্তা পরমাশক্তি। প্রেম-পরাৎপর
মহাভাব। মহাভাব রাধিকাস্বরূপ !—
যে ভাবেতে কৃষ্ণপ্রাণা কুলমান ছাড়ি,
হৃষ্টমনে অলঙ্কৃতা কৃষ্ণ-কলঙ্কেতে !
গোপীভাব-সখীভাব-অভাবেতে কভু
হ'বেনা কৃষ্ণের সেবা ; ভজনার সার
সেবা মাত্র। সে বিচিত্র ব্রজাঙ্গনা-কুলে
নিঃস্বার্থ সখীর প্রেম ! স্বীয় সুখাপেক্ষা,
সুখকর রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসম্মিলন !
বিভ্রম-প্রমাদে পড়ি অন্ধজীব যত
জগতে, ভাবিছে তারা ঘোর কলিযুগে,
গোপী-প্রেম শারীরিক ইন্দ্রিয়বিকার !"
মনোরঙ্গে রায়সঙ্গে থাকি দিবানিশি,
প্রেম-আলাপনে প্রভু সুধাইলে শেষে,
সিদ্ধান্ত কহিলা রায়,—"প্রেম-অর্থ জানি,
প্রেমিক সাধক মাত্র নিত্যমুক্ত যোগী !"

রামানন্দ-বাসে বাসি, সদানন্দ মন,
আনন্দে বিদায় নিয়া মন্দ মন্দ যান
শচীর নয়নানন্দ মান্দ্রাজাভিমুখে।
দুর্গন্ধ গলিত-কুষ্ঠ মহারোগী এক

পথপাশে পড়ি পান্থ অশ্বত্থের মূলে,
মৃতকল্প ; হেরি—সদা পর দুঃখে দুঃখী,—
স্বকরে সেবিয়া তায় আলিঙ্গন দিলা
অনাথের নাথ প্রভু অগতির গতি !
শুনাইলা কৃষ্ণনাম গৌরাঙ্গসুন্দর
হেন পাতকীরে আজ ! যে নামের গুণে
গতপ্রাণা শ্রীমতীর দেহ-স্বর্ণলতা
জীবের কালিন্দী-কুলে ! এ মর-ধরায়
কৃষ্ণনাম—নামামৃত, মৃতসঞ্জীবনী !

ইতি শ্রীচৈতন্তদেবচরিত-কাব্যে সন্ন্যাসকাণ্ড সমাপ্ত।

দাক্ষিণাত্য-কাণ্ড।

ঋষভগিরি।

পঞ্চবিংশ বয়ঃক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ
করিলেন মহাপ্রভু। ষড়বিংশ কালে
নীলাচলে লীলা করি আনন্দ লভিলা
বিহরি পুরুষোত্তমে। বসন্তের শেষে
ভ্রমিলেন দাক্ষিণাত্যে মহাতীর্থ যত
একাকী ; দুর্গম পথে বিজন জঙ্গলে
একাকী ফেরেন প্রভু ; নদ নদী বন
কতশত অতিক্রমি, ঋষভ-পর্ব্বতে
উপনীত এবে আসি ঋষি-তপোবনে।
কতই তপস্বীকুল করিছে তপস্যা
কাননে ! নিরখি প্রভু প্রেমাবেশ-বশে

সপ্তদিবানিশি বসি মুদিত নয়নে,
জপিলেন ইষ্টমন্ত্র রম্য তপোবনে।

নিবাসে কিন্নরীকুল ঋষভপর্ব্বতে
বহুদিন ; আসি তারা ঋষিকুল-পাশে
লভে কভু আশীর্ব্বাদ প্রণমি চরণে ;—
কভু বা যুবতীকুল তপস্বীকুমারে
ভুলায়, কাননে পশি প্রেম-মন্ত্রবশে !

কিন্নরীপুরী।

বিস্তীর্ণ কিন্নরীপুরী। রাজ-অন্তঃপুরে
শোভে কত রম্য হর্ম্ম্য, মণি মরকত
শোভে কত ! শত শত শিখরে শিখরে
অঙ্গনা--রঙ্গ-আলয়। একটি কুটিরে
সখীসহ যত কথা ভাষিছে বিরলে
প্রভাতী, কিন্নরকুলে রাজার নন্দিনী।
পালঙ্গে বসিয়া ধনী, অপাঙ্গের ঠারে
নিষেধিয়া সখীগণে প্রবেশিতে গেহে
তমালিনী বসিয়াছে চরণের পাশে
সতত সঙ্গিনী-রূপে, মন্মথমোহিনী
শচীপদতলে যেন বৈজয়ন্তধামে !

ছুটিছে সুরভিগন্ধ কনক আধারে
আমোদিয়া সজ্জাগৃহ। শোভে চারি ধারে
কমল, বসিয়া ধনী কমলা যেমতি !
সাজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি

(মহেশ-মন্দির হ'তে দেবার্চ্চনা পরে)
চন্দনচর্চ্চিত চারু চম্পক চামেলি,
কামিনীকুল-কামনা। সুখে তমালিনী
করিছে অলক্তে রাঙ্গা চরণ-অঙ্গুলি!

চুম্বিয়া শ্যামলদল নীরব অরণ্যে
'সর্ সর্' স্বনে মন্দ মলয় যেমতি,
জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সম্ভাষি সাদরে
মধুস্বরে,—"বিধুমুখি, রম্য তপোবনে
কহলো আছে ত ভাল ঋষিকুলবালা?
সতত শুনিতে সাধ সে সুখ-বারতা।
তরলিকা, তিলোত্তমা নলিনি-নয়না
তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সম্ভাষে
এখন সাদরে মোরে? লো সখি আমি যে
রাজার নন্দিনী! বুঝি তেঁই নিন্দে তারা
মন্দ বলি? বিলাসিনী বলি বুঝি ব্যঙ্গ
করে মোরে? সবে বলে রাজকন্যা আমি,-
লো সখি তাপসকুলে মুনি-কন্যা তারা!"

"এ কেমন কথা দেবি? ভাগ্যবতী তুমি
রাজবালা" তমালিনী কহিলা হাসিয়া
মৃদুহাসি। "সুরবালা শোভে সুরপুরী,
নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর-বন্ধন।
গন্ধর্ব্বকিন্নরকন্যা-কর্ণমূলশোভা—
কুটজ-কুসুমগন্ধে পর্ব্বতের দেখ
চিরানন্দ! চন্দ্রমুখি, নিন্দ আপনায়

অকারণ ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য ! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায় ! বনে সুখী
বনবাসী !—কিন্তু দাসী শশিমুখি কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি, কহিলা যে কথা,
তাল-তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন !

সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,—
গিয়াছিনু যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়নমন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে নিবেদি চরণে।
যে দোঁহার লাগি দেবি নিত্য মনদুঃখে,
ইচ্ছা করে হেরিবারে ভরিয়া নয়ন
যা'দের লাবণ্য-ছটা, হেরিলে আমায়,
সদাই সুধায় তারা তোমার বারতা।
দেখিনু রাজনন্দিনি, নন্দননিন্দিত
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা, প্রবেশিয়া হেরি,
তরলিকা তিলোত্তমা তমালের তলে,
নমিছে আদিত্য দেবে—প্রায় অস্তমিত ;
আঁচল-ভরা কুসুম। অদূরে নেহারি
তেজস্বী তপস্বী কত, ঊর্দ্ধজটা কেহ,
কেহ ঊর্দ্ধবাহু, জটাজূট-ভস্মরাশি—
ভূষণভূষিত ; তারা স্রোতস্বিনী-তীরে
কমণ্ডলু করে করি করিছে গমন।

নামিল অরুণ-রথ পশ্চিম সোপানে
দেখিতে দেখিতে। দেখা দিল গোধূলির

ধূসর বরণ। কত যে চম্পকদাম
ফুটে সে কাননে !—গন্ধে আমোদিত বন।
হেন কালে মো'সবায় সম্ভাষিলা আসি
ঋষিসুতা যত,—মুখে মৃদু মন্দ হাসি,
চন্দনের রেখা ভালে, মন্দ মন্দ গতি !
আনন্দে আশীষি তারা স্বাধীন পবনে
জিজ্ঞাসিলা মধুস্বরে, মধুমাসে যথা
পিক্‌বঁধু-মধুস্বর স্বাধীন বিমানে,—
"একি দেখি, কি সৌভাগ্য ! যজ্ঞপূর্ণ আজ
আমাদের। লো ভগিনি এসেছ তোমরা,
কোথায় রাজনন্দিনী ? বলিব কি আর,
কাঁদে প্রাণ মুখ-শশী না হেরিলে তাঁর
দিবানিশি। বনবাসী ঋষি-বালা বলি
বুঝি বা ঠেলিলা পায় চিত্তবিনোদিনী ?"
কি কহিব সীমন্তিনী, বীণাপাণি-করে
মধুর বীণার ধ্বনি নিরবে যেমতি,
নিরবিলা ঋষিবালা যত। কতই যে,
আগ্রহ তাদের দেবি তোমার লাগিয়া,
ক'য়ে কি জানা'ব আর ?—ছার গৃহবাস
ইচ্ছা করে ত্যজি যাই, পূজি ইষ্টদেবে,
হৃষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ,
তুলি ফুল, ফল মূল আহরণ করি ;
সিন্দুর মুছিয়া পরি চন্দনের ফোটা
আনন্দে ; আনন্দে করি বাকল বন্ধন
অঙ্গে ; মনোরঙ্গে শুনি বন-বিহঙ্গের
সঙ্গীত ; কুরঙ্গ-সঙ্গে রঙ্গ করি বনে।

কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথা
ঐন্দ্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী সকল,
আমরা কাটাই কাল চরণ-ছায়ায়,—
সুখসিন্ধু ! নাহি জানি দুঃখের বারতা।

গৌরাঙ্গ-সংবাদ।

শুন কহি সুলোচনে, শুন নাই তুমি
আর কথা। তপোবনে শুভক্ষণে মোরা
গিয়াছিনু সেই দিন ! তোমার প্রসাদে
ভাগ্যবতী মোরা দেবি ; অপরূপ ছবি
দেখিনু যা দুনয়নে রম্য তপোবনে,
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমন্তিনী ;—

নিশিমুখে সুখে যবে তপোবন দেখে
আইনু কানন-প্রান্তে, তুলিতে তুলিতে
কুসুম, সুষমা এক সহসা সুন্দরি
সম্মুখেতে সমুদিত ; হেমকূট-শিরে
যেমতি কনক-শৃঙ্গ, কানন-মাঝারে
সাধু এক নেহারিনু প্রশান্ত মূরতি !
সে সম্বাদ প্রিয়ম্বদে ক'য়ে কি জানাব !—
বচন অতীত কথা ! নলিনী-নয়ন
নিমীলিত, জপমালা জপিতেছে করে,
পরম সুন্দর কান্তি ! নীলাম্বরে যথা
কাদম্বিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা
সমাবৃত, মরে যাই হীন বেশাবৃত
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন হৈমছটা !

কি সুঠাম, আহা দেখি কি দিব তুলনা ?—
দিব্য ভাব বিদ্যমান ! ত্রিদিব ত্যজিয়া
আইলা বা অনন্তের অর্চ্চনার আশে,
আনন্দেতে তপোবনে—নন্দন-নিন্দিত,—
কন্দর্প ? গন্ধর্ব্ব কিম্বা বুঝিতে না পারি !
নবীন বয়স আহা ! কি বিরাগে জানি
বৈরাগী ?—কেন বা অঙ্গে মলিন বসন,
বনবাসী তপস্বীর বেশ ? সে সুজন,
নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয় !
নিত্যজ্যোতি আদিত্যের প্রসন্ন বদন
মেঘে কি লুকায় ? হ'ত কি সুখের দিন,—
হেন বনফুল বিধি ফুটাইল যদি,—
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে ?
অথবা আবার ভাবি দূর সূর্য্য-করে
ফুটে নাকি এ সংসারে কম কমলিনী ?"

"একি রঙ্গ ? ব্যঙ্গ কর ছি ছি লো তরলে
ঋষিবরে ?" ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী
ত্রিদিব-অপ্সরা-কণ্ঠে। "সুখ-কণ্ঠমালা
গাঁথে সখি (শুনিয়াছি মুনিকন্যা-মুখে)
রমণী-প্রণয়-সূত্রে সংসারী ; সুন্দরি,
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে !
কহিব কি, কেহ কেহ (কহিয়াছে মোরে
তিলোত্তমা) রত্নোত্তমা রামা মনোরমা
হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী,
ভস্মরাশি মাখে গায়, খায় ফল মূল,

পীয়ে রস, বাস মাত্র বল্কল কৌপীন!
থাকে কি পিঞ্জর-মাঝে হর্য্যক্ষ স্বজনি?—
দিবসরজনী তার বন-পানে মন।
ধন্য সে তাপস সখি, দেখিয়াছ যারে,
রূপবান! এ পরাণ কাঁদে লো সতত
দেখিতে তপস্বী-কুলে, দেব-আত্মা তাঁরা!
চল্ লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন
সে মুখ-মঙ্গলছবি নিরখি নয়নে!

রথযাত্রা।

প্রভাতিল বিভাবরী। প্রভাকর-আভা
দাবানল-প্রভা-নিভ দূর শৈলেশ্বরে,
দেখা দিল পূর্ব্বভাগে ডগ-মগ রাগে।
আহা মরি রত্ন-গিরি সুমেরুর শিরে
শোভে যেন সারি সারি কনকের চূড়া।

এতক্ষণে নীড় ছাড়ি ডালে আসি পাখী
ঝর্ঝরে ঝাড়িছে পাখা; মহাসুখে বসি
শাখিশাখে শিখী নাচে, নিরখি নিরখি
রবির নবীন ছটা আঁখি-বিনোদন।

রাজ-অন্তঃপুরে মরি ডাকিল মধুর
শারি-শুক পোষাপাখী, পিঞ্জর-রঞ্জন,
কুমারী-কর-পালিত। রাজকন্যা সুখে
চন্দন-পালঙ্ক পরে পুষ্প-উপাধানে,
আনন্দে মেলিলা দুটি নলিনী-নয়ন।

চমকি নাগরী-কুল (সুখ-সহবাসে,
বাসর-আবাসে কেহ) স্থাপিল অঞ্চল
শূন্যবক্ষে। চক্ষে হাত, দুর্গা দুর্গা বলি,
বিকট তাম্বুল ফেলি উঠে লজ্জাবতী।

রঙ্গালয়ে রঙ্গিণীর কলকণ্ঠ ছাড়ি
ছুটিল ললিত তান, মোহিল জগৎ।
অমনি সহস্র শঙ্খ দেবালয়-দ্বারে
ধ্বনিল গম্ভীরস্বরে অম্বর যিদারি।
বসিলা রাজনান্দনী সখী-দল মাঝে
সুখাসনে, স্বর্ণাসনে যেন সুরেশ্বরী
আহা মরি সুরবালা-দলে। ফুলে ফুলে
সাজাইছে সহচরী কবরী-বন্ধন
যতনে, রতনে—নিন্দি ভুজঙ্গের অঙ্গ—
বেণীর গাঁথনি যত ; কত মত করি
চিকণে চিকুর কেহ। চিরুণীর ছটা—
কাঞ্চনের দন্তপাঁতি—বরষার মেঘে
চপলা চমকে যথা, চমকিছে মরি
সুকেশিনী-কেশ-রাশি-মাঝে ; মাঝে মাঝে-
শীতল সুরভি বারি আসার বরষে।
কেহ বা সুগন্ধী তৈলে সুকোমল করে
মাজিয়া সোণার অঙ্গ সঞ্চালে মার্জ্জনি।
সুযতনে সুলোচনা কোমল তুলিতে
করে কজ্জলের রাগ কুরঙ্গ-নয়নে।
করিছে রঙ্গিণী কত মনোরঙ্গে রাঙ্গা
অলক্তে অঙ্গুলি গুলি, চম্পকের কলি

অর্চ্চনা-আলয়ে যথা আ'মরি সুন্দর
রক্তচন্দনেতে মাখা। চন্দনের ফোটা
দেয় সীমন্তের প্রান্তে কোন সীমন্তিনী।

পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণ বেণী ধায় তমালিনী,
গরবে করভগতি। নিতম্বেতে দোলে
প্রফুল্ল কদম্বফুল বেণীমুখে বান্ধা।
দোলে দুটি কুরুবক কর্ণমূলযুগে,—
কোমল কপোল-প্রান্তে—ম্লান দরশন।
সুন্দর কবরী মরি, রজত-বেষ্টিত,
করে শোভা, মনোলোভা চন্দ্রমার মাঝে
অচল-উপল-রাশি যেন বিদ্যমান!
কিম্বা যেন কেশরাশি-অনন্ত সলিলে
(মেঘবর্ণ), অবগাহে যাহে সুকবরী-
মৈনাক, উপল-কোলে ভাসে ফেণরাশি!
সুচঞ্চল প্রলম্বিত কাঞ্চন-অঞ্চল
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, ত্বরিত গমনে
উড়িছে মলয়-ভরে, আভায় উজ্জ্বলি
চারিদিক। আচম্বিতে লাবণ্য-ছটায়
চমকে সকল লোক;—যায় ইন্দুমুখী,
খল্ খল্ হাসি মুখে, রাজ-অন্তঃপুরে।

উতরিলা তমালিনী চপলা যেমতি
রাজবালা-পদ-প্রান্তে। রাজার নন্দিনী
মধুরে কহিলা তবে--"সুখী সেই সখি
আশৈশব সহচরী তোমা সমা যার
যখন তাপিত মন রাজ-অন্তঃপুরি

ছাড়ি যায় অবহেলি রাজার ভাণ্ডার—
অমূল্য রতন-রাজি, বিধুমুখি তব
এ পরাণ জুড়াই লো সুখ-সম্ভাষণে।
ত্বরায় চল্ লো এবে যাই সবে মিলি,
কর সজ্জা হেরি গিয়া মুনি-তপোবন।

উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি, সখীদলসহ
সাজিলা আনন্দময়ী, সাগরের তলে
শতদল মাঝে যেন সরোজ-বাসিনী!
রুণু রুণু রাঙ্গা পায়ে, রক্তোৎপল-কোলে
আ'মরি গুঞ্জরীপুঞ্জ গুঞ্জরে যেমতি,
কণক-নূপুর বাজে। মৃণাল-সদৃশ
নিটোল কোমল বাহু অনন্ত-বেষ্টিত।
বলয় কঙ্কন করে (সে কর-পরশে
আনন্দে বিহ্বল যেন) ঝঙ্কারে মধুর।
রত্নময় চন্দ্রহার নিতম্বের পরে
দুলিছে, খেলিছে আভা ভাস্করের ভাতি
ধরিত্রী-শরীরে যেন। পরিধান মরি
পট্টাম্বর, কারুকর্ম্মে চারু শোভা তার
নিরুপম। অনুপম কুটজ কুসুম
প্রস্ফুটিত যথা মরি হেমকূট-শিরে,
উচ্চ কুচ-যুগ পরে মুকুতার মালা।
সীমন্তেতে স্বর্ণসিঁতি, বসন্তে যেমতি
করবির মালা (যার মুখপার্শ্বে নাচে
অলকের অলি) মরি শ্যামল কাননে,
চারু কিশলয়-পূর্ণ। মরাল-গমনে

চলিলা রাজনন্দিনী স্বর্ণ-রথ যথা—
পুষ্পরথ-সম-শোভা কুসুমসজ্জিত—
রাখিলা সারথি আনি সম্মুখে। যেমতি
ঊষায় সুষমাময় উদয়-অচলে
তুঙ্গ শৃঙ্গ, রথ-চূড়া নিল নভোস্থলে।
উড়িছে পতাকা তাহে, রবির কিরণ
মন্দ করি, মন্দমন্দ করিয়া ব্যজন।
সুরভি মঙ্গল-বারি শোভে চারি ধারে
সুবর্ণ কলসী পূর্ণ, মুখে সচন্দন
শ্যামল পল্লব-রাজি। রজতনির্ম্মিত
বিরাজে সহস্র চক্র রথ-পাদ-দেশে।

মাতঙ্গিনী-যূথ যথা কদলী-কাননে,
সুমন্দ হেলনে মাঝে রাজকন্যা করি,
করে যত সহচরী রথ-আরোহণ ;
ফুলে ফুলে অঙ্গ-সজ্জা, সুকোমল করে
প্রফুল্ল কমল-খেলা। মৃগমদসহ
সুগন্ধী কস্তুরী-গন্ধে মলয়-হিল্লোলে
আমোদিত চারিদিক। রঙ্গিনী সকল
মনোরঙ্গে করে যাত্রা। আনন্দে বিহ্বল,
খল্‌খল্‌ হাসি রাশি, মধুর অধরে।

তপোবন।

মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে,
ইঙ্গিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি।
ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র। দিগঙ্গনাগণ
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা ; অলকের দাম

তুলিয়া অপ্সরা যত শৃঙ্গধর-শিরে,
চঞ্চল ভ্রুভঙ্গি স্থির, নেহারে কেবল
স্তব্ধভাবে রথগতি,—আমরি সুন্দর !
তপোবন-প্রান্তে রথ চক্ষের নিমেষে
উতরিল আসি, যেন নব সূর্য্যোদয়
হইল কানন মাঝে ; উল্লাসে নাচিয়া
আইল হরিণপাল তার চারি পাশে।
রতন-কেতন হেরি উচ্চ চূড়াদেশে,
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আসি ষড়জ-গায়ক
ময়ূর, প্রমত্ত মন রত্ন-বিভা হেরি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা চারু দরশন।
নামিলা আনন্দময়ী সখী-দল-সনে
ভূতলে। অমনি যত মুনিকন্যাগণ
হুলাহুলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে।

বসিয়া তপস্বী কত, হেরিলা সুন্দরী
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাস-ভূধরে
ধূর্জ্জটির ধ্যান যথা কঠোর। কোথাও,
বিরলে কেহ বা বসি দুর্গম গহ্বরে
শৈলতলে ; পালে পালে হিংস্র জন্তু কত
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্শ্বদেশে
ঘর্ষে আসি অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গনিকর
জড়জ্ঞানে ; দীর্ঘ কায়, মৃতকল্প এবে,
সহস্র বল্মিক-পূর্ণ, জটা-রাশি মাঝে
উড়িছে পতঙ্গ-পাল, না বহে একটী
নিশ্বাস ;—বহে না বায়ু ভয়ে সে কন্দরে।

খেলিছে অদূরে কত তপস্বী-কুমার—
শৈশব মাধুরি পূর্ণ,—হাসি হাসি মুখ,
শিরিষকুসুমসম সুকুমার বেশ,
শিরে বান্ধা পঞ্চ ঝুটি, পৃষ্ঠদেশে বান্ধা
বল্কল, খেলার দ্রব্য বহুমূল্যজ্ঞান
লতা পাতা গুল্মরাজি। বিরাজে যে কত,
দেখিলা রাজনন্দিনী বনবিহঙ্গিনী
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া
নর-অঙ্গে মনোরঙ্গে, কহিতে না পারি!

কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধ শিরে সদা
কঠোর সাধনে রত। শ্যামল লতিকা
কোথাও তপস্বী-কুলে করে বিতরণ
অকাতরে মধুফল। ফুল রাশি রাশি
পড়িছে তলায় কত,—আসিছে ললনা
যতনে গাঁথিতে মালা, সাধু শত শত
তুলিতে পূজার ফুল, নাচিতে নাচিতে
খেলিতে আইল শিশু। দেখিতে দেখিতে,
চলিল অঙ্গনা-কুল, ঋষিকুল-পাশে।
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্ব্বাদ
ভ্রমিল সকলে যত তপস্বী-কুটির,
দর্শনে প্রফুল্ল মন; সুখ-সম্ভাষণে
বরষি অমৃত-ধারা তুষিলা সকলে।

মন খুলি তরলিকা কহিলা সুস্বনে,—
"হিয়ার মাঝারে সদা করে যে কেমন

রাজবালা, কি কহিব ? তোমার লাগিয়া
কাঁদি মোরা অনুদিন। তপোবনমাঝে
হেরি ও বদন-চাঁদ হেন মনে লয়
নন্দন-কাননে বাস। ও মুখ-মাধুরি
অন্তরে পঞ্জর বিন্ধি পশে নিরন্তর
সীমন্তিনি, মুনিকন্যা বননিবাসিনী,—
ভুলনা দুঃখিনী বলি, ঋষিবালাকুলে !
এত বলি সবে মিলি তুলি দিলা গলে
সুগন্ধী কুসুম-হার। নানা ফুল তুলি
নানা বর্ণ, শ্বেত পীত লোহিত পাটল,
আ'মরি সোনার অঙ্গ সাজাইল সবে ;
সাজাইলা ঋষিবালা কুসুমে কুন্তল,
উষার কোমল করে বনরাজি সম।
চন্দন-লেপন ভালে। আনন্দে সুন্দরী
করিলা প্রসূন-সজ্জা, নিন্দি অলঙ্কারে।

অদূরে অরণ্য মাঝে, নিমীলিত আঁখি
যোগী কত, যোগে মগ্ন, দিনার্দ্ধে যেমতি
দিনদেব, তেজোরাশি বিকাশি কাননে ;
মৃগচর্ম্ম সুখাসন, বলকলে আঁটা
কটিদেশ ; শিরদেশে বায়ুবিহ্বলিত
বক্র জটাভার রুক্ষ, বিস্তারিয়া যেন
বাসুকি সহস্র ফণা ; প্রশস্ত ললাটে
সুগন্ধী চন্দন নিন্দি ভস্ম-বিলেপন,
সদাজ্যোতিঃবিভাসিত ; আজানুলম্বিত
বাহুযুগ ; ধীর ভাব প্রশান্ত বদনে।

বৃক্ষচ্যুত-ফল কত, শ্রীফল, বয়ড়া,
আমলকী, হরিতকী, যায় গড়াগড়ি
তলায়, কুড়ায় কভু মুনিকন্যাগণ;
কভু বা চরণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়ে যায়।
ঋষিপত্নী-যত্নজাত রামরম্ভা কত
চারিদিকে, শোভে তাহে মরি স্বর্ণপ্রভা
কদলী। কুরঙ্গপাল ছুটিছে উল্লাসে
হেরি পাশে দ্রাক্ষালতা। উপাদেয় ফল
কত সে কানন মাঝে কহিব কেমনে?
কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার
কে বর্ণে? জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি
আ'মরি কানন-ভরা কুহুকুহুধ্বনি।

বিস্তারি প্রশস্ত শাখা মাকন্দ রসাল,
প্রহরী কাননে যেন, আলিঙ্গিছে যায়
স্বর্ণলতা, দাঁড়াইয়া; কোথাও মাধবী,
ললিত লবঙ্গ-অঙ্গে রঙ্গ করে পড়ি।
কোথাও মালতী-গন্ধে অন্ধ অলিকুল
ফুলে ফুলে ভ্রমে, মাতি গুন্ গুন্ গানে।
বসন্ত চিরবিকাশ হেরিলা উতরি
আনন্দে রাজনন্দিনী রম্য তপোবনে।

ধ্যানভঙ্গ।

আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী
রাজনন্দিনীর করে, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
সুন্দর তাপস-বেশ দেখায় সুন্দরী,—

"দেখ দেখ সুবদনি, স্রোতস্বিনী-তীরে,
ধীরে ধীরে ফেরে যথা সারস-সারসী,
খঞ্জন, বলাকবঁধু ক্রৌঞ্চ সহ সুখে,
নেহারি সুনীল বারি ছুটে ঊর্দ্ধ মুখে
তরঙ্গ-তাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত
কৃষ্ণসার ; হৃষ্ট মনে করে আস্ফালন
মীন কত কুলে কুলে ; দেখলো নেহারি
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে !
পদ্মবনে হৃষ্ট মনে করি বিচরণ
সমীরণ ধীরে ধীরে উতরিয়া তীরে
আন্দোলিয়া তরুরাজি, চুম্বিয়া আনন্দে
ফুলকুল, দেখ দেখি দেবঅঙ্গসম
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন,
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে !
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দুমুখি,
কার না বিদরে হিয়া, কাঁদে না পরাণ ?
চল চল চন্দ্রাননে পশি ও কাননে
জুড়াই নয়ন ! আহা নিলোৎপলনিভ
নিমীলিত ও নয়ন বারেকের তরে
হ'ত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগ্যবতি
পথ ছাড়ি মৃগপাল পলাইত দূরে,
নয়ন ভরিয়া মোরা হেরিতাম গিয়া !"

লতাকুঞ্জ-অন্তরালে পিয়ালের মূলে,
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল
নবদূর্ব্বাদল-লোভী, রাজার নন্দিনী

দাঁড়াইয়া সখীসনে হেরিলা অদূরে
ভুবনমোহনরূপ ; প্রশান্ত ললাটে
মধ্যাহ্ন-তপন-তেজ ; তমোরাশি নাশি
প্রদীপ্ত করিছে বন যৌবনের বিভা।
আলিঙ্গিতে তরুবরে মলয়ের ভরে
ব্রততী বিনম্রমুখী, সম্ভাষয়ে যথা
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়া শির,
আন্দোলি পল্লবকর সানন্দ অন্তরে,
মধুস্বরে বিধুমুখী সুধাইলা এবে
যোগীবরে, যোগে মগ্ন বিজনবিপিনে ;—
"কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে
মগ্ন দেব ? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে ?
কি যন্ত্রণা দহে হিয়া দিবস-শর্ব্বরী ?—
কি যন্ত্রণা দুর্ব্বিসহ ? কহ দুঃখিনীরে।
কি যে কথা ও অন্তরে জাগে নিরন্তর,
দহে প্রাণ, কীট যথা প্রসূন-কেশরে,
কহ মোরে। দেখ দেব, যে বর বিটপী
সংসার-ললাম ঘৃণি নিত্য বনবাসী,
যোগী সাজে অহরহঃ, সে ও মনঃক্লেশ
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন-লতিকারে
কহে, নিরজনে তিতি শিশিরাশ্রুনীরে ;
ও তব মনের কথা, কি কথা না জানি ?—
কি কথা কহতা মোরে দাসী মনে করি।

"যখন সখীর মুখে শুনিনু সুন্দর
শুভ বার্ত্তা, এ কন্দরে কন্দর্পের রূপে—

ভূবনমোহনরূপ—মহাযোগী তুমি,
মহাব্রতে ব্রতী সদা, বিজন জঙ্গলে
বিভব-বৈরাগী-বেশ, বিরক্ত সন্ন্যাসী
বনবাসী, যোগী-বর (দাসীর কপালে
হ’বে কি সে শুভদিন ?) ঊষার সম্বাদে
সেফালিকা-ফুল-সজ্জা খসি পড়ে যথা
কাননে, পড়িল খসি কর্ণের কুণ্ডল
স্বর্ণময়, কুন্তলের রত্নময় ঝাঁপা।
কিন্তু যে শশাঙ্ক বাস দূর নভোস্থলে
কেন রে পাগল মন তার পানে চায় ?
হের হের হে সুন্দর, সহস্র রঙ্গিনী
কুরঙ্গ-নয়না, সঙ্গে মোর। কর আজ্ঞা
আজ্ঞাধীনা তারা তব খুলিয়া কৌপীন
(ক্ষমদেব, ইচ্ছ যদি, সকলি তোমার)
এখনি যোগা’বে আনি এ ঘোর কাননে
পট্টবস্ত্র ; মৃগমদ, চন্দন, কুম্‌কুম্‌,
কস্তুরি, বাসিত-বারি পুষ্পাধার পূরি
এখনি আনিবে দেব , আনিবে এখনি
পরাইতে শিরদেশে মণিমুক্তাময়
মুকুট, পরা’বে যত্নে রত্নহার গলে
মনসাধে ; মনসাধে হের সুরমণি,
রতন-অঞ্চলে মুখ মুছা’বে দুঃখিনী,
ধৌত করি পা দুখানি প্রেম-অশ্রুনীরে।

ঊঠ ঊঠ প্রিয়বর, ওই দেখ দূরে,
আঁখি মেল সুলোচন—ওই যে দেখিছ

রেখাবৎ মেঘ-কোলে বিমানের গায়
উড়িছে পতাকা যত, স্বর্ণরথ তব।
হীরা মণি মুক্তা কত রাজার ভাণ্ডারে,—
ইচ্ছ যদি, রাজপুরে চল নরমণি।
অথবা সে ছার ধনে ঘৃণ যদি তুমি,
ঘৃণি আমি হে তপস্বী, এ ছার সংসারে
রাজভোগ। যোগীবর রাজার আলয়ে
পালে যত্নে শারিকারে দুধ-ভাত দিয়া
সুবর্ণ পিঞ্জরে পুরি, রাজরাণী সদা
সোহাগে কতই তারে, না মানি প্রবোধ,
মুক্ত যদি পায় কভু পিঞ্জরের দ্বার,
ছাড়িয়া সোনার খাঁচা উড়ে বিহগিনী,
ফিরিয়া না চায় আর; যায় চলি যথা
কাননে সুপক্ক ফল দোলে বৃক্ষশাখে,
নির্ঝরে ক্ষরিছে বারি, স্বাধীন মলয়।—
উড়েছে সৌভাগ্যবলে রাজগৃহ ছাড়ি
বিহঙ্গিনী, ও বরাঙ্গ চিরবাঞ্ছা; তারে
অনায়াসে প্রেমপাশে বান্ধ রসময়।
কি আর তোমায় ক'ব ? যেরূপ সংসারে
আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব
তেমতি। ত্যজিয়া দেশ, ত্যজি রাজসুখ,
সুখময়, ইচ্ছা হয়—হয় যদি তব
অনুমতি—সদাগতি ইচ্ছে তব সনে
এ দাসী; ভ্রমিতে সাধ—বড় সাধ মনে,
তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে
দু'জনে দেখিব দেব—আঁখিদ্বয় যথা

অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে
মানব-ললাট-পটে—কাননের শোভা
মনোলোভা, পদ্মবন-নদী-নির্ঝরিণী-
ফল-ফুল-বনরত্ন, বন জন্তু কত,
মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-রঙ্গ, বিহঙ্গ-নিকর।
বাকল বান্ধিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি
নিশান্তে (বসন্ত-বাস নিত্য এ কাননে)
ফুল-সাজি করে করি তুলিব কুসুম
বনে বনে,—ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রতিদিন, প্রীতিদানে তুষ গুণমণি !”

এত বলি সুলোচনা নীরবিলা যদি,
ধরিল মধুর তান ধীরে তমালিনী।
হিমাদ্রির শিরে বসি বিদ্যাধরীবালা
গায় যথা প্রেমগান, সুরের লহরী
বিমোহিল বনস্থলী পূর্ণ অলিকুলে।
অমনি তাপসকুল-কুটির-প্রাঙ্গণে
ফুটিল বকুল ফুল ; ফুলকুল মাঝে
গুন্ গুন্ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ
ভৃঙ্গ-বঁধু ; নীরবিল বসন্ত-সমীর
ঘোর বনে, প্রতিবিম্ব প্রতিতরুমূলে
দাঁড়াইল স্তব্ধভাবে শুনিতে সঙ্গীত
সুধাময়,—শুনিবারে রাজার আলয়ে
নাট্যশালে নৃত্যগীত, লোকারণ্য যথা !
ব্রজের বাঁশরি শুনি কালিন্দীর কুলে
কুল কুল মধুস্বর নীরবে যেমতি
সরমে, সরমে দূর লতাকুঞ্জ মাঝে

নীরবিল কুহুকণ্ঠ ; মত্ত করীবর
নাচিল কদলীবনে , আইল ছুটিয়া
দূর বন ছাড়ি কত ঊর্দ্ধকর্ণ করি
হরিণ ; হরষে শির তুলিল অমনি
দোলাইয়া ফণিকুল বিহ্বল সঙ্গীতে,
লক্‌লকি বিষজিহ্বা, ভস্মরাশি মাখা
যোগীকুল-জটাজূট আন্দোলি সানন্দে,
ভাঙ্গিয়া বল্মিক-বাসা ;—শম্ভূশিরে যথা
হেলে দোলে কালফণী জটার মাঝারে,
জগন্ময়ী জাহ্নবীর কুল্‌ কুল্‌ গানে।
ভাসা'য়ে বিপিনরাজি বহিল সঙ্গীত
কামিনী-কোমলকণ্ঠে, বৈকুণ্ঠে যেমতি
গাইল বিরহ-গান গোপকুল-বালা
ভিখারিণী-বেশে হায় দ্বারদেশে বসি,
আরাধি রাখাল-রাজে ; গিরিগুহা ছাড়ি
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ
স্তব্ধভাবে কর্ণ পাতি ঘেরি চারিদিকে—
মরি যথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ-নিকর
দাঁড়ায় অচল-ভাবে, অনঙ্গমোহিনী
গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে
দেবেন্দ্র-মন্দারবনে ! নীরব ধরণী,
একটি মধুর তান উঠিল বিমানে।
দাঁড়াইলা ঋষিবালা ফুল-ডালা করে ;
দাঁড়াইল দূরে পান্থ ; কোশাকোশি করে
নীরবিল মন্ত্রপাঠ জাহ্নবীর জলে
যোগী যত ; ঘোর বনে পর্ব্বত কন্দরে

ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান !—তপস্বী-মিহির
দেবর্শির ধ্যান যথা রসভঙ্গিমায়,
ভাঙ্গিল গাঙ্গিনীতীরে দেবেন্দ্র-আদেশে
দেবকন্যা মঞ্জুবদা (ঋষিশাপে যেই
শীলারূপী জনার্দ্দনে ধরিয়া উদরে
হইল গণ্ডকী ভবে) ; কিম্বা বিদ্যাধরী
হরিণী-নয়না সেই হরিণীর—মরি
ত্রিদিব বিদিত য়্যার যৌবনের ভাতি—
মানসমোহিত গানে তৃণবিন্দু মুনি
মেলিলা মুদিত আঁখি ধ্যানভঙ্গে যথা,
উন্মীলি কমল-নেত্র ধীরে তরু-মূলে
জপভঙ্গে মহাপ্রভু চাহিলা তখন।
চমকিলা রাজবালা ; লাজে তমালিনী
তানভঙ্গে নীরবিল সে সুধা-সঙ্গীত !
চাহিয়া নয়ন তুলি, বিধির বিধানে,
ভুবন-মোহিনী-রূপ হেরিলা সম্মুখে,
চমকি যোগীন্দ্র এবে সুরবালাদলে !
মহাযোগ ভঙ্গ করি, আঁখি-উন্মীলন
নেহারি, অঙ্গনাকুল লুকাইল বনে
একে একে, একে একে নীলাম্বর-পটে
প্রভাতে নক্ষত্রকুল লুকায় যেমতি !

কতক্ষণে সবিস্ময়ে কহিলা গৌরাঙ্গ,
কন্দর্পসদৃশ-বেশ,—ভাগীরথী যথা
পূত বারি সুধাস্বনে ঢালে অবিরত
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু মাঝে,—কহিলা তখন,
"তপোবন দরশনে মর্ত্ত্যভূমে বুঝি

পরিহরি স্বরীশ্বরী পুরন্দর-পুরি
দেবকন্যাগণ সনে, অবতীর্ণা আজ
এ কাননে ? ও মাধুরি নেহারি নয়নে
বিস্ময় মানিল মন ; পূর্ণ বনস্থলী
স্বর্গীয় সৌরভে যেন !—আইল কি ছলে
গন্ধর্ব্বকিন্নরকন্যা, রূপের কুহকে
টলা'তে মুনির মন ? এ হেন সঙ্গীত
কোথায় শুনিনু আহা ! এখনো শ্রবণ
শুনিছে সে গীতধ্বনি চিত্তবিনোদিনী !"

নীরবিলা যোগীশ্রেষ্ঠ। ধীরে তমালিনী
সুমন্দ হেলনে (মরি মলয়-অনিলে
দোলে যথা স্বর্ণলতা) বাহিরিলা এবে,—
ফুটিল একটি ফুল কানন উজলি !

ধীরে তমালের তলে—আ'মরি যেমন
আঁকালে বিজলিছটা চারু মেঘকোলে—
দাঁড়াইলা তমলিনী, বদ্ধকরপুটে
নম্রমুখী ; প্রণমিলা রতন-অঞ্চলে
বেষ্টিয়া কুসুম-কণ্ঠ, লজ্জাবতী লতা
লুটে যথা তরুমূলে ধরাতলে পড়ি !
কহিলা যোগীন্দ্র তারে—বিস্ময়ে নেহারি
নবযৌবনার রূপ, রঘুকুলচূড়া
কহিলা যেমতি তায় পঞ্চবটীবনে ;—
"কি কুহকে কুহকিনি—না জানি বারতা,
যোগে মগ্ন যোগীকুল—কি কুহকে তুই
পশিলি নির্ভয়ে আসি ঋষি-তপোবনে
মায়াবিনি ? কহ কিম্বা বিম্বাধরে তুমি,

কহ যদি সুরবালা, অপ্সরা, কিন্নরী,
কিম্বা লক্ষপতি-যক্ষ-রক্ষ-সহচরী ?
কহ শীঘ্র কোথা ধাম ? কি নামে বিদিত ?
কি কারণে তপোবনে ? কেন বা আইলা,—
কি মানসে ষোড়ষিণি ঋষিকুল-পাশে ?
যোগে মগ্ন যোগী যত ; জানিলে তাহারা,
মরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই,
মুহূর্ত্তে হইবে ভস্ম তপস্বীর শাপে।"

"নহি মোরা বিদ্যাধরী অথবা অপ্সরী,
যক্ষ, রক্ষ, লক্ষপতি ; ক্ষম ক্ষমাশীল।"
করযোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে
মধুস্বরে ; "দেখ দেব না জানি কুহক,
সহজে সরলা মোরা, নহি মায়াবিনী।
ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন
দাসীমুখে,—দাসী মোরা ঋষি-পদাম্বুজে।

"ধূর্জ্জটীর ধ্যান-কথা শুনেছি পুরাণে
ধীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য-কথা ;
জটাজূট-ভস্ম ভূষা, বাঘাম্বর বদ্ধ
কটিতট, ভূতনাথ বিভব-বিরাগী ;—
শুনিয়াছি রূপবান এ তিন ভুবনে
পার্ব্বতী-অঞ্চল-নিধি শূর কার্ত্তিকেয়,
মদনমোহনবেশ, নৃত্য করে পাশে
ষড়্জগায়ক শিখী ;—কিন্তু নাহি শুনি
ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশবেশে !
ষণ্ড শূল হাড়মালা কোথা শূলপাণি ?
কোথা শিখী কহ কিম্বা ? কি বিরাগে তব

এ বেশে বিপিনবাস, কহ ইচ্ছাময় ?
শুনিয়াছি সুরবনে পরমর্ম্মভেদী
খরতর ফুল-শর রতিপতিকরে ;—
হে সুরথী এ কাননে দেখা দিলা যদি,
কোথা রথ মীনধ্বজ ? কোথা ফুল-ধনু ?
কোথা পতিপ্রাণা রতি অভিন্নহৃদয়া,
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী ? কহ এ দাসীরে।
নাহি জানি কোথা বাস, নিন্দ অবলায়
কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি
পশিলা সাধুর বেশে গহন কাননে ?
সহজে অবলা মোরা, কহ দয়া করি।
শুনিতে সে সুখবার্ত্তা রাজর নন্দিনী
ছাড়িয়া কিন্নরী-পুরি এসেছেন বনে।"

কহিতে কহিতে হেন চিরানন্দময়ী
বাহিরিলা বন হ'তে ; আ'মরি সুন্দর,
ললিত বল্লরী যথা হেলে তরুমূলে,
আনন্দে নমিলা ধনী যোগীন্দ্রের পদে।

সবিস্ময়ে মহাপ্রভু দেখিলা অমনি,
কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ (যথা পূর্ব্বদিকে
উষার অঞ্চল-আভা) আলোকিল বন
সহসা। আশীষি তারে কহিলা তখন,—
"মুনির এ তপোবনে হের গো সুন্দরি
কি আছে এমন, যাহে রাজার নন্দিনী
পরিতুষ্টা ? তিষ্ঠিতে আসন তরুপত্র,
পান মাত্র নির্ঝরের বারি। কাননের

ফল মূল বিল্বদলে উদর পোষণ।—
ক্ষম তেঁই ক্ষমাশীলে দীন ঋষিকুলে।”
সুধামাখা কথাগুলি নীরবিল যবে,
কহিলা আনন্দময়ী সহচরী-পানে,—
“দেখ দেখি বিধুমুখি নিরখি কাননে,
উপাদেয় বনরত্ন শোভে কত মরি
সুন্দর! বহিছে দেখ নদী নির্ঝরিণী
কেমন ঝর্ঝর করি! উড়ি ডাকি ডাকি
পড়িছে কতই পাখী, নিরখি নিরখি
শাখায় সুপক্ক ফল! ধন্য সখি সেই—
দীন যদি—বাসে যেই হেন তপোবনে!”
নীরবিলা রাজবালা। গৌরাঙ্গ তখন
চাহিলা বদন তুলি। হেরিলা সুন্দরী
অসম সুষমারাশি বর অবয়বে।
কতই দেখিলা ক্রমে;—ক্রমে নিরখিলা
সে অঙ্গে জুড়া’তে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি
রুদ্রতেজ-ভস্মীভূত অনঙ্গ আপনি
লয়েছে আশ্রয় যেন; শুদ্ধ প্রেমময়
গৌরকান্তি! রক্ত আঁখি নহে যোগীসাজ,
প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে!
অজিন রয়েছে পড়ি চৌদিকে, যেন রে
কুরঙ্গ ত্যজিল অঙ্গ আঁখি-ভঙ্গিমায়!
লইয়া কৌপিন-কন্থা, প্রেমের শৃঙ্খল,
সে বরাঙ্গে—মরি যথা কদম্বতলায়
পীতধড়া-শিখিচূড়া-ছলে প্রেমপাশ
বিস্তারিলা শ্যামরায়—পশিলা কাননে

রসরাজ! প্রেমমন্ত্র জপে করমূলে!
মূর্চ্ছান্বিতা রাজবালা নিরখি সে রূপ!
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি শান্তনিলা তায়
সখীকুল; ধীরে ধীরে লভিল জীবন
দেহ-লতা রম্যবনে,—সুরবনে মরি
জীবে যথা স্বর্ণলতা, মন্দাকিনী-বারি
সিঞ্চে যবে সযতনে বিদ্যাধরী বালা।

মেলি আঁখি বিধুমুখী দেখিলা তখন,
কহিতেছে তমালিনী বিনীত বচনে
করযোড়ে,—"জানিবারে বাঞ্ছা বড় দেব,
কহিতে পারি না কিছু, কি কহিব আমি
পদাম্বুজে? ক্ষমাশীল, কহ ইচ্ছ যদি
দাসীপাশে,—হের প্রভো, সৎকুলসম্ভবা
কামিনী-কর-পরশে নহে অসম্মত
সাধু যত, চিরদিন জানি; কিন্তু মোরা
সরমে মরম-কথা কহিতে না পারি!
বিভব-বাসনা ত্যজি, বনবাসী সদা
ঊর্দ্ধবাহু তরুবর; সেও যদি ধরে
হৃদয়ে ললিত লতা, কেন অন্যমত
তলাশ্রিত যোগী যত?—সুপণ্ডিত তুমি।"

কিন্নর-বিজয়।

শুনিয়া এতেক বাণী, গৌরাঙ্গ সুন্দর
"শ্রীহরি! শ্রীহরি!" বলি দিলেন অঙ্গুলি

কর্ণে, হরিধ্বনি দিয়া; দাঁড়াইলা উঠি,
ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধবাহু উন্মত্তের প্রায় !
রোষ রাগ ভাব রতি উদিল আসিয়া
ক্রমে অঙ্গে, ফেণ-রাশি কণ্ঠ-গরজনে
উঠিছে দু'ধারে মুখে, অস্পষ্ট নিনাদে
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' মহাশব্দ করিতে করিতে
সমুদিল মহাভাব ! ধূলায় পড়িয়া
গরজে যোগীন্দ্র মত্ত, প্রেমের প্রবাহে
(জাহ্নবীর স্রোতে যথা ঐরাবত) পড়ি
উলটে পালটে মাত্র মদমত্ত বেশে !
ছুটিল কুরঙ্গকুল, শাখি-শাখে শিখী
দাঁড়াইল চারিধারে ; ললাটের স্বেদ
পড়িছে চরণে আসি। 'হরি হরি' বলি
লম্ফ দিয়া উঠি প্রভু দিখিদিক্‌হারা,
আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন নাচিয়া নাচিয়া।
"হরি হরি" শব্দ মুখে, ঝরে অশ্রুধারা
মহাভাবে,—মুগ্ধ মন, যে ভাবের গুণে
(ছায়ার পুত্তলি যথা মোহ-মন্ত্রে) মরি
নাচেরে কিন্নরীকুল হরিসংকীর্ত্তনে।
নাচিল কুরঙ্গ রঙ্গে, সঙ্গে নাচে শিখী,
পাখিকুল কল্‌কলে, আনন্দ-আবেশে
শিহরিল ঋষিকুল হরিধ্বনি শুনি
তপোবনে ; যে যেখানে, করিল অমনি
শত কণ্ঠে হরিধ্বনি বিদারি গগন
অবিশ্রাম ;—ছুটিল রে কিন্নর কিন্নরী,
ভাঙ্গি রম্য তপোবন সংকীর্ত্তন শুনি।

নাচায় তুরীর রবে ভুজঙ্গে যেমতি
সর্পধর, নাচাইলা গৌরাঙ্গ সুন্দর
কাননে কিন্নর-জাতি, নৃত্য গীতে যারা
সদা মত্ত গিরি-শৃঙ্গে স্বাধীন পবনে !
পড়িল কিন্নরকুল গৌরাঙ্গ-চরণে
লুটা'য়ে ; লইয়া ক্রোড়ে, আলিঙ্গন দিয়া
সজল নয়নে প্রভু দিলেন তা'দের
হরিনাম। মিষ্টভাষে কৃষ্ণ-কথা আজ
শুনে সবে, হৃষ্টচিত। দুষ্টজনে শিষ্ট
করিলেন শিষ্টাচারে ; ইষ্ট-নিষ্ঠ মনে
যতেক কিন্নরী আর, সুপ্রভা, প্রভাতী,
তিলোত্তমা, তমালিনী, ঋষিসুতা যত
সুকদম্বা, অম্বালিকা, বরাঙ্গে ঘেরিয়া,
গাইল "গৌরাঙ্গ-জয় !" নাচিয়া নাচিয়া।
ছাড়িয়া ঋষভ গিরি সম্ভাষি সবারে
সাদরে, বিদায় নিয়া মথুরার পানে
চলিলেন মহাপ্রভু, জঙ্গলে জঙ্গলে
একাকী শ্বাপদ-সঙ্গে নাচিতে নাচিতে !
ানন্দে সুন্দরীকুল দিলা হুলুধ্বনি
কলকণ্ঠে, মুহুর্মুহুঃ অমৃত বরষি
আনন্দ-জগৎ মাঝে !—ধ্বনিল অমনি
রঙ্গ করি দিগঙ্গনা, টলিল কানন !
গেল দিন। এল সন্ধ্যা। বেলা অবসান,
হের গো আসিছে ওই ঋষিকুলবালা,
মুনি-পত্নীগণ সনে প্রবাহিনী কূলে ;
ঋষিকুল সায়াহ্নের সন্ধ্যা সমাপনে,

করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোশাকোশি,
খড়্গী-খড়্গ-বিনির্ম্মিত ! রাজহংস ওই,
বিচ্ছিন্ন মৃণাল-আঁশ ঝোলে চঞ্চুপুটে,
পদ্মবন ত্যজি হের ফিরিল আবার।
উঠিলা রাজনন্দিনী ; আনন্দের ধ্বনি
করিল রজনীমুখে নিতম্বিনীকুল,
খল্ খল্ হাসিরাশি বিকাশি কাননে !

ছাড়িয়া ঋষভগিরি ফিরি দেশে দেশে,
আসিয়া পশিলা শেষে ভিক্ষুকের বেশে
বোম্বাই প্রদেশে প্রভু ! সেতুবন্ধ আর
মল্লার, কন্যাকুমারী, দূর তীর্থ যত
ভ্রমিয়া ভিক্ষার ছলে, গৃহে গৃহে ফিরি
বিতরিলা হরিনাম, প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিয়া ভক্তের মন ; বিশ্রামের তরে
পম্পা-সরোবর-তীরে উপনীত আসি।
কভু বা নর্ম্মদা-নীরে জুড়াইলা তনু
করি স্নান। ঋষ্যমুখ, পঞ্চবটীবন,
ভ্রমিলেন ক্রমে ক্রমে। দেশ দেশান্তরে
অপূর্ব্ব প্রেমের মূর্ত্তি প্রকাশিলা প্রভু
হরিনাম সংকীর্ত্তনে ; প্রতি জনপদে,
ভারতের নর নারী নাচিল উল্লাসে
বাহু তুলি,—শির তুলি কৃষ্ণসার যথা,
ঊর্দ্ধ কর্ণ, হৃষ্ট মনে নৃত্য করে শুনি
বিপিনে বীণার ধ্বনি ! ফিরিলেন প্রভু
মাতাইয়া দাক্ষিণাত্য নিত্য সংকীর্ত্তনে।

ইতি শ্রীচৈতন্যদেবচরিত-কাব্যে দাক্ষিণাত্য-কাণ্ড সমাপ্ত।

প্রত্যাবর্ত্তন-কাণ্ড।

আবার হেরিতে ফিরে জগন্নাথ-পুরি,
প্রাণের আরামস্থান ! আসিছেন ফিরে
শচীর অঞ্চল-নিধি, নীলাচলে যার
নিয়ত অচলা ভক্তি। ছুটিল উল্লাসে
যতেক উৎকলবাসী, মহাকোলাহলে
ঘেরিল প্রভুরে সবে ; আবার মিলিল
চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গের সপ্ত সম্প্রদায় !
আইল সকল ভক্ত ; নবোৎসাহে পুনঃ
"জয় জগন্নাথ !" ধ্বনি উঠিল গগনে।

উৎকলাধিপতির ভক্তিদান।

এক দিন গ্রহরাজ অস্তাচল-গামী
ব্যোমযানে ; নভস্পতি উড়াইয়া যান
রশ্মিরাশি-রক্তচিহ্ন ; ঝলসি কিরণে
ঊর্ম্মিরূপ সাগরের সহস্র নয়ন !
সন্ধ্যাকালে ভক্তদলে হয় মহোৎসবে
আশ্রমে শ্রীসংকীর্ত্তন ! বিশ্রামেন আসি
তথায় তরুর তলে, বিমোহিত মন
কীর্ত্তনে, উৎকলরাজ ! প্রান্তরে না ধরে
ভক্তদল ! অতি কষ্টে প্রেরিয়া সংবাদ
দামোদরে, মহাপ্রভু-চরণ-দর্শন
মাগিলা উৎকলাধিপ। কৃতাঞ্জলিপুটে
কহেন শ্রীদামোদর,—"নিবেদন মম,

রাজন্ ; গৌরাঙ্গ প্রভু মত্ত সংকীর্ত্তনে ;
আমরা দাসানুদাস, কি বলিব, তুমি
রাজ্যাধিপ, ক্ষম মোরে ; কেমনে সম্ভবে
ভূপালে কাঙ্গালে দেখা ? পথের ভিখারী
প্রভু মোর, রাজ্যেশ্বর তুমি নরমণি।
কিন্তু তিনি দয়াময় ! আজ্ঞাবহ মোরা ;
জিজ্ঞাসি কি আজ্ঞা হয়, আসিব এখনি।"

বারম্বার দামোদর সুধাইলা গিয়া
গৌরাঙ্গে ;—অপাঙ্গে অশ্রু নাচেন তখন
চৈতন্য চৈতন্যহারা বধির শ্রবণ !
ভক্তিভাবে গদ গদ, উৎকলাধিপতি
বৃক্ষমূলে অশ্ব বান্ধি, বসি বহুক্ষণ,—
জন প্রাণী কেহ নাহি সম্ভাষিল তাঁয়।
যখন সন্ধ্যার পরে বিশ্রামিলা সবে
আশ্রমে, তখন ক্রমে শুনিলেন প্রভু
ভূপাল দাঁড়ায়ে দ্বারে। কি প্রার্থনা তাঁর,
আদেশিলা জিজ্ঞাসিতে। আজ্ঞামতে গিয়া
জানাইলা রাজস্থানে। বিনয়ে তখন
কহেন উৎকলরাজ—"নরাধম আমি,
মহাপাপী, মহাপ্রভু-চরণ-দর্শন
একান্ত বাসনা মোর, প্রভুরে জানাও।"
জানাইলে সেই বার্ত্তা, আদেশিলা প্রভু
দামোদরে-"নরবরে কহ গিয়া তুমি,—
ফিরে যাও রাজপুরে রাজেন্দ্র, না জানি,
হ'বে বা অভাবে তব অমঙ্গল কিছু

এতক্ষণ রাজগৃহে ; গৃহে যা'ক গৃহী ;
পথের ভিখারী পথে ; যার যে সম্বল,
সে যেন অন্যেতে মজি কখন না করে
সে ধনের অনাদর ; সার ধর্ম্ম এই
কর্ম্মক্ষেত্রে। হে রাজন্, যাও রাজধানী—
প্রজার পালন কর পুত্র-নির্ব্বিশেষে।"
জানাইলা দামোদর ; অনুতাপ-অশ্রু
নীরবে বহিল শুনি রাজার নয়নে !
বিগলিত দামোদর, অনুরোধ করে
বিবিধ, প্রভুরে গিয়া ; কিন্তু মহাপ্রভু
ভৎর্সনা করিয়া তারে কহিলা তখন,—
"বাহ্যভাবে বিগলিত তুমি দামোদর,
হেরি অশ্রু রাজনেত্রে ! কিন্তু জান মনে,
অতুল ঐশ্বর্য্যমদে দীর্ঘ কাল ধরি
হৃদাঙ্কিত যে কলঙ্ক, বিন্দু অশ্রুপাতে
কেমনে হইবে ধৌত ? সে মালিন্য যা'বে
অনুতাপ-স্রোতস্বিনী বহিলে নয়নে !
ছল ছল প্রেমবারি উথলিবে পরে,
বিত্র কমল-নেত্র ভাসিবে সে সরে !
তবে হবে সুপবিত্র। দিয়া নরবরে
বহির্ব্বাস এক খণ্ড, কহ দামোদর,—
ভিখারীর সাজ ভূপ সাজে কি তোমায় ?"
বার্ত্তা নিয়া দামোদর সত্বর জানায়
ভূপালে। গৈরিকবাস জানু-আচ্ছাদন
দিয়া তাঁয়, সুধাইলা বিনয় বচনে,—
"ভিখারীর বেশ ভূপ সাজে কি তোমায় ?"

গৈরিকের বহির্ব্বাস শিরোধার্য্য করি
নমিলা ভূপতি তথা, কহিলা বিনয়ে,—
"করিতে দারিদ্র শিক্ষা এই বহির্ব্বাস
আমারে দিলেন প্রভু ; হেন পরিধানে
পারি যদি, আশীর্ব্বাদ কর সবে, আমি
হেরিতে আসিব ফিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর !"
এত বলি অশ্বে চড়ি, দড়বড়ি ঘোড়া
ছাড়িলা উৎকলরাজ। দামোদর গিয়া
প্রভুরে জানায় বার্ত্তা। শুনিয়া গৌরাঙ্গ
আশীর্ব্বাদ করিলেন উৎকল-ভূপালে।

ক্রমে ক্রমে, গ্রামে গ্রামে, ভ্রমে ভক্তদল,
গৌড়রাজ্য মত্ত করি, মত্তকরী সম,
চতুর্দ্দিক। দিক্‌বিদিকহারা ভক্ত সাধু
ছুটিছে আসক্ত চিত্তে গৌরাঙ্গ হেরিতে !

হুসেনসাহার ভক্তি প্রদান।

উড়িষ্যা বিহার বঙ্গ অদম্য উদ্যমে
শাসিয়া হুসেন সাহা, উৎপীড়নে পীড়ি
সর্ব্বলোকে, চূর্ণ করি মন্দির-বিগ্রহ
রাশি রাশি, দিবানিশি অমিত প্রতাপে
রঙ্গালয়ে যাপে দিন ! মনোরঙ্গে যত
রঙ্গিণী কুরঙ্গাপাঙ্গে ঢুলায়ে নয়ন
বরাঙ্গ সাজায় সদা, অনঙ্গের অঙ্গে
ব্যঙ্গ করি ! সাঙ্গ করি প্রমোদ-প্রলাপ
একদা বসিয়া সবে ; অমাত্য কেশব

কহিলা হুসেন সঙ্গে কথার প্রসঙ্গেঃ—
"এসেছে সন্ন্যাসী এক বৃক্ষতল-বাসী,
সুন্দর!-কন্দর্প-দর্প-বিনিন্দিত দেহ!
মুনির মানস হরে হেরিলে তাহার
বিচিত্র পবিত্র মূর্ত্তি! সঙ্গে সঙ্গে পথে
ভাঙ্গিল দেশের লোক; ভূলোকে দ্যুলোকে
দুর্লভ সে দেব-কান্তি! ভক্তি-মদে মাতি
ঢালিছে আহার্য্য দ্রব্য, অর্থ রাশি রাশি
রাজপথে সর্ব্বলোকে প্রণমি ভূতলে!
মত্ত মাতঙ্গের মত, যত ভক্ত দল
চলিয়াছে রত্নরাজি পদে বিদলিয়া!"
হুসেন তখন শুনি অমাত্যের বাণী
হাসি বলে "কভু নাহি হেরি ভূমণ্ডলে,
লভি রত্ন, চলি যায় পদে বিদলিয়া!—
বাতুল-বৃত্তান্ত এই! হেরিতাম যদি,
জানিতাম সত্যাসত্য অমাত্য তোমার।"
বিনয়ে কেশব কহে "ওই শুন প্রভো,
পূর্ণিমা-রজনী আজ, মৃদঙ্গের ধ্বনি
শুনিতেছি রাজবর্ত্মে, উচ্চ গৃহচূড়ে
উঠি দেখ আসিতেছে বুঝি সে সন্ন্যাসী",
খোল-করতাল-রোল শুনিয়া অদূরে,
উঠিলা হুসেনসাহা অট্টালিকা-শিরে
হেরিতে, উঠিলা সঙ্গে পুরবাসী যত।
সুধা-ধবলিত দেহে নাচিছে ধরিত্রী
চৌদিকে, বহিছে মন্দ দক্ষিণ বাতাস!
উল্লাসে ছুটিছে লোক পূর্ণিমা-নিশিতে

শুনিতে নগর-পথে হরিসংকীর্ত্তন।
আনন্দে বিহ্বল হয়ে নিত্যানন্দ রায়
গৌর-সঙ্গে মনোরঙ্গে দুবাহু তুলিয়া
নাচিছে, সহস্র লোক ধাইছে পশ্চাতে!
চৌদিকে মৃদঙ্গ বাজে গম্ভীর নিনাদে;
গগনে কীর্ত্তন-ধ্বনি প্রতিধ্বনি করে
গম্ভীরে, অম্বরে তারা পড়িছে ছড়া'য়ে!
কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি পড়িছে অমনি
বারম্বার; কে সম্বরে, ভূতলে লুটা'য়ে
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ নমিছে চৌদিকে!
কেহ বা ছিটায় ফুল, কেহ ফলমূল
আনি দেয়, কেহ দেয় নব বস্ত্র আনি
জোড়ে জোড়ে, অন্ন-থালা শত ব্যঞ্জনেতে
কেহ বা চলিছে নিয়া; শত শত লোকে
সমভাবে সমস্বরে করিছে কীর্ত্তন
আগে আগে, গুল্মলতা প্রান্তর কানন
ভাঙ্গিছে সহস্র লোক পশ্চাতে পশ্চাতে!
নিরখি বিস্ময় মানি নবাব-নয়নে
সমুদিল প্রেম-অশ্রু! কহিলা কেশবে,—
"যাও তুমি ত্বরা করি বহু রত্ন নিয়া
কেশব, সন্ন্যাসী-পাশে, অর্পিয়া চরণে
কহ তাঁরে,—চিরদিন অজ্ঞান-আঁধারে
প্রমত্ত ঐশ্বর্য্য-মদে অন্ধ মূঢ়মতি
এ রাজ্যে হুসেনসাহা; কি পুণ্যে না জানি
পদার্পণ করিয়াছ সাম্রাজ্যে তাহার?
অগণিত রত্নরাজি যা আছে তাহার

বৈভব, সকলি পাপ-প্রায়শ্চিত্তরূপে
অরপি ও রাঙ্গা পায়, এ প্রার্থনা তাঁর,
দরশনে দিব্যচক্ষু আজ দয়া করি
দিলে যদি দয়াময়, দেহ দিব্যজ্ঞান—
মৃত-সঞ্জীবনী, তার মৃতকল্প দেহে!"
অমূল্য ভাণ্ডার লুটি যে পাইল যাহা,
উপনীত নিয়া সবে গৌরাঙ্গ-চরণে!
বিনয়ে কেশব কহে কহিলা যা তারে
রাজ্যাধিপ। গৌরাঙ্গের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
ছড়াইল রত্নরাজি হরিসংকীর্ত্তনে!
আশ্বাসি কহেন প্রভু "কহ রাজ্যাধিপে
হে অমাত্য, প্রায়শ্চিত্ত মাত্র কৃষ্ণনাম!
মৃতদেহে কৃষ্ণমন্ত্র মৃতসঞ্জীবনী!"

শান্তিপুরে সম্মিলন।

নদিয়া জীবন-ধন ক্রমে করে আগমন,
আবার নদিয়া পানে নদিয়া-বিহারী;
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত,
আবার নদিয়া-বাসী বলে 'হরি হরি'!
শুনে সবে পরস্পরে, গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে;
উথলিত শোকাবেগ, কাঁদে শচীমাই!
শান্তিপুরে প'ল সাড়া, উথলিল তিন পাড়া,
আবাল-বনিতা কাঁদে 'নিমাই! নিমাই!'
গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে, কি আনন্দ ঘরে ঘরে!
বসি গেল শান্তিপুরে আনন্দ-বাজার।

মৃদঙ্গ করঙ্গ যত, গোপীযন্ত্র মনোমত
আরম্ভিল বেচা কেনা হাজার হাজার !
করতাল এক তারা, শ্রীবেহাল, সপ্তস্বরা,
খঞ্জনী মন্দিরা শিঙ্গা জপমালা কত ;
তিলক তুলসী লয়ে, কত লোক দাঁড়াইয়ে
বৈষ্ণব-বরাঙ্গ-সজ্জা করে অবিরত।
যতেক নগরবাসী, প্রতীক্ষিছে দিবানিশি,
কতক্ষণে আসিবে রে প্রাণের নিমাই !
বৈষ্ণব কুমারীকুল, আঁচল ভরিয়া ফুল,
গাঁথিছে অমূল্য মাল্য উল্লাসে সবাই !
জাহ্নবীর মন্দ গতি, চন্দ্রমা উজ্জ্বল অতি,
সংকীর্ত্তন দিবারাতি হয় শান্তিপুরে,
ওই অদ্বৈত রায়, আজ শান্তিপুরে যায়,
পথেতে সহস্রলোক ধরিয়াছে ঘিরে !
"জানিনা নিমাই বই, কই সে নিমাই কই ?"
সুধাইছে শতজনে, কহিছেন রায়,—
আসিছেন গৌর হরি, আন সবে ত্বরা করি ;
আমি যা'ব এ সম্বাদ দিতে শচীমায়।
চলি গেলা অদ্বৈত, ধাইলরে ভক্তবৃন্দ
ভাঙ্গিল রে শান্তিপুর গৌরাঙ্গ হেরিতে !
ওই আ'সে গৌরহরি, নিত্যানন্দ-গলা ধরি,
নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে ফেলিতে !
আর ত উঠেনা পা, থর থর কাঁপে গা,
ধীরে ধীরে চলিছেন নিত্যানন্দে ধরি !
ওই শান্তিপুরবাসী, নিমাইরে ধরে আসি,
'হরি হরি' বলি ওই নিল স্কন্ধে করি !

পেয়ে আজ গৌরহরি, শান্তিপুর শান্তিপুরি !—
তৃষিতে সুশীত বারি, অন্ধ চক্ষু পায় !
অম্বরেতে প্রতিধ্বনি, গাইল মঙ্গল ধ্বনি,—
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হুলুধ্বনি হয়।
শান্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিয়া সব সঙ্গ-পঙ্গ,
ফিরিছেন বাড়ি বাড়ি, সুধাইয়া সবে,
মুণ্ডিত মাথার কেশ, পরণ বেহাল-বেশ,
জপমালা করে !—সবে দেখিছে নীরবে !
শোভিছে তিলক ভালে, তুলসীর মালা গলে,
বচন অমিয় মাখা, উদাস নয়ন !
নিরখি সবাই বলে, নিমাই দুধের ছেলে,
হয়েছে অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের মতন !
কেহ বলে ও নিমাই, তোর কিরে মায়া নাই ?
কেমনে মোদের ফেলে পালাইলি তুই ?
খুলি ফেল্ বহির্ব্বাস, একি সাজ বারমাস ?
আমরাও পরি, ফিরে ঘরে খুলে থুই।
ঘরে আয় যাদুমণি, রেখেছি রে সর ননী,
খা নিমাই,—বলি বুড়ি আনি দেয় পিঁড়ি ;
বুড়ির চরণ-ধূলি, নিমাই মাথায় তুলি,
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে গৃহপাশ ছাড়ি।
নিমাই বিনয়ে কয়, সে যে মা সম্ভব নয়,
কৃষ্ণনাম সার করি লয়েছি সন্ন্যাস ;
কি কাজ ননী-ভোজন, গৃহবাস অন্বেষণ,
কিবা প্রয়োজন করি এবেশ-বিন্যাস ?
কৃষ্ণনাম-সুধারাশি, পান করি দিবানিশি,
সুখেতে শয়ন করি বিমানের তলে !

কৃষ্ণ-কৃপা-সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,—
এর চেয়ে কি সুখ মা আছে ভূমণ্ডলে ?
কর সেই কৃষ্ণনাম, দিবানিশি অবিশ্রাম,
বরষিবে অবিশ্রান্ত আনন্দের সুধা,
পান করি একদিন, খেতে চা'বে চিরদিন,
ঘুচিবে অনন্ত দুঃখ—দুর্নিবার্য্য ক্ষুধা !
এদিকে অদ্বৈত রায়, ছুটি গিয়া নদিয়ায়,
কহিলেন শচীমায় শুভ সমাচার ;
নদিয়া-বিগতপ্রাণে, গৌর-আগমন শুনে,
তাড়িত-প্রবাহ যেন হইল সঞ্চার !
'নিমাই' নামের ধ্বনি, গৌরাঙ্গ-জননী শুনি,
ধরাশয্যা ত্যজি দেবী উঠিবারে যায়,
আচম্বিতে শির ঘুরি, ভাসিয়া নদিয়াপুরী,
ছিন্নমূলা স্বর্ণলতা ধূলায় লুটায় !
অমূল্য হৃদয়-নিধি, জগতে হারায় যদি,
যদি বিধি পুনরায় মিলায় সে ধনে,
নাম শুনি প্রাণ যায় !— কিন্তু তাই পুনরায়
সঞ্জীবনী মন্ত্র হয় মৃতকল্প প্রাণে !
অদ্বৈত কর্ণমূলে, নিমাই-নিমাই বলে,
উঠ মা নিমাই এল, নদেবাসী ধায়,
পতিপ্রাণা পতিরতা, কোথা গেলে বধূমাতা,
গৌরদরশনে যাই চলগো ত্বরায় !

আলু থালু কেশ পাশ, অর্দ্ধাবৃত ছিন্ন বাস,
বহে কিনা বহে শ্বাস, ভগ্ন মন্দিরেতে,

ধূলায় লুটায় কায়, অর্দ্ধ অচেতন প্রায়,
কে রমণী হায় হায়, ধরা-শয়নেতে !
ডাকিছে অদ্বৈত রায়, নদিয়া-নিবাসী আর,
এ যে কি বিষম হ'ল নারীহত্যা দায় !
পাড়া প্রতিবাসী ধেয়ে, জলের কলসী লয়ে,
তাড়াতাড়ি ভীত হয়ে ঢালিছে মাথায় !
অদ্বইত উচ্চৈঃস্বরে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি করে,
কেহ গিয়া তুলা নিয়া ধরে নাসিকায় !
হায় সতী পতিপ্রাণা, গৌরাঙ্গগত জীবনা,
গৌর-অদর্শনে আজ, চলিলে কোথায় ?
কোথা যাও বিষ্ণুপ্রিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া,
অদ্বৈত গৌরাঙ্গ নিয়া, এসেছে তোমার !
নদিয়া-জীবন-ধন, করেছেন আগমন—
জাহ্নবী-সৈকতে লোক, ধরিছেনা আর !
এতকাল গেল যদি, সদয় হ'লেন বিধি,
এসেছেন গুণনিধি, তব দরশনে !
পুঁছিয়া অঙ্গের ধূলি, কমল নয়ন মেলি,
একবার উঠি দেখ কমল-নয়নে !
মুহুর্মুহুঃ অঙ্গ দহে, হু—হু করি ঘর্ম্ম বহে,
প্রাণে আর কত সহে !—এস একবার,
এসে দেখ গৌরহরি, চলিলেন আহামরি
ভব লীলা সাঙ্গ করি, সঙ্গিনী তোমার !
ভাল ভাল শ্রীগৌরাঙ্গ, দেখাইলে ভাল রঙ্গ,
চিরদিন এই বঙ্গ, কহিবে কাহিনী,
হেন পতিপ্রাণা-ধনে, ত্যজি গেলে কোন্ প্রাণে ?
এমন নিষ্ঠুর পতি কভু নাহি শুনি !

তুমি কর "হরি হরি", কিন্তু দিবা বিভাবরী,
বিষ্ণুপ্রিয়া "গৌরহরি", এই মন্ত্র জপে !
কবি কহে সঙ্গে লও, যথা ইচ্ছা তথা যাও,
ভুবন মোহিত হোক, অপরূপ রূপে !

কর্ণমূলে "গৌরহরি", উচ্চারণ করি করি,
যতনে উঠায়ে ধরি, গঙ্গা-বারি দিয়া,
কত মত যতনিলে, বিষ্ণুপ্রিয়া আঁখি মেলে,
অদ্বৈত রায়েরে দেখি, বসিলা উঠিয়া !
কৈ কৈ বলে সতী, না সম্বরে অঙ্গ-ভাতি,
অদ্বৈত সত্বরগতি, পট্টবস্ত্র আনি,
সাজাইয়া বধূমাতা, সঙ্গে করি শচীমাতা
যান-আরোহণে লয়ে চলিল তখনি !
ভাঙ্গিল নদিয়া-পুরী, হরি হরি ধ্বনি করি,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ ধাইল পশ্চাতে !
শান্তিপুর আলো করি, হেরিবারে গৌরহরি
আইল নদিয়া-পুরী, বিমল প্রভাতে !
সবে দেয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
ফেলি সব কাঁথাঝুলি শত সম্প্রদায়।
কেহ দেয় করতাল, কেহ করে ধরে তাল,
মৃদঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে নাচে আর গায়।
ছুটে গিয়া মাতৃপায়, গৌর গড়াগড়ি যায়,
আজ সে দুঃখিনী মায় পড়িয়াছে মনে,
মৃতপ্রায় বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠিতে পড়িতে গিয়া,
জুড়ায় তাপিত হিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে !

দর দর অশ্রুধারা, ছুটে যায় নেত্র-তারা,
বহে আজ শান্তিপুরে নয়নের নদী।
উঠিল রোদন-ধ্বনি, ফাটিল যেন মেদিনী!
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ উঠিয়াছে কাঁদি!
কাঁদিতে দিবস গেল, শান্তিপুরে সন্ধ্যা এল,
মুছা'তে, সান্ত্বনা দিয়া, নয়নের জল।
উঠিলেন শচীমাতা,— বিষ্ণুপ্রিয়া আছ কোথা?
গৌরাঙ্গের সঙ্গপঙ্গে দেও অন্ন-জল!
লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমাতা সঙ্গে নিয়া,
রান্ধিলা মোচার ঘণ্ট, কলমির শাক,—
থালা ভরি অন্ন নিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ মুখে দিয়া,
'রাধা' নামে সিংহ-রবে ছাড়িতেছে হাঁক!
কোটী কোটী ভক্তবৃন্দ, করে আজ কি আনন্দ।
মহোৎসবে গায় সবে "রাধেজিকা জয়"!
খেতে খেতে নাচি উঠে, অন্ন ফেলি যায় ছুটে,
কেহ বা ভূতলে লুটে অন্ন মাখে গায়!
সবে অন্ন মাখি লয়, এ উহার মুখে দেয়,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অন্ন করে কাড়াকাড়ি।
লম্ফ দিয়া সিংহ-রবে, উঠিয়া গৌরাঙ্গ তবে,
সবাকার মধ্যে পড়ি, অন্ন খান কাড়ি!
এইরূপে শান্তিপুরী, জগন্নাথ-ক্ষেত্র করি,
অন্নের বিচার নাশি প্রেমের মিলনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, করিলেন কি আনন্দ,
কি জানিব?—আমি অন্ধ! জানে ভক্তগণে।
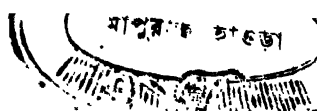
ত্যজিয়া শান্তিপুরী, নীলাচলে গৌরহরি
কি যে সে প্রেমের ধর্ম্ম করিলে প্রচার ?—
দাসের হয়েছে ভয় !— না হ'লে সে প্রেমোদয়,
গাইতে সে প্রেমগান, কি সাধ্য আমার ?
অপ্রেমিক অর্থলোভী,— নহে কবি স্বার্থত্যাগী ;
না হইলে প্রেমযোগী, প্রেমধর্ম্ম-সার
কেমনে কহিব আমি ?— প্রেমের চরম তুমি !
অপ্রেম-ঊষরভূমি, অন্তর আমার !
কি যে সে চৈতন্য-ধর্ম্ম, কে জানিবে তার মর্ম্ম,
তথাপি প্রকাশে যারা করেছে প্রয়াস,—
শোষিয়া সমুদ্র-বারি, পঙ্কিল গোস্পদ পূরি,
ভাবিছে অনর্থ করি, সার্থক আয়াস !
ক্ষম দেব !—বিশ্বপ্রেমে, থাকি এই ভবধামে,
হৃদয় করিতে পূর্ণ, যদি কভু পারি,
কি যে সে চৈতন্য-ধর্ম্ম, গাইব তাহার মর্ম্ম,—
চৈতন্য-চরিত-বেদে দ্বিতীয় লহরী !

ইতি শ্রীচৈতন্যদেব-চরিত-কাব্যে প্রত্যাবর্ত্তন-কাণ্ড সমাপ্ত।

ইতি শেষঃ।